সুপ্রভাত সিডনি

সত্যের সাথে সব সময়

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, October 2019, Volume-10, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের বর্তমান আচরণ

লজ্জাজনক এক দৃষ্টান্ত

ড. ফারুক আমিন

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামোফোবিয়া পরিচিত একটি পরিভাষা। বিভিন্ন মুসলিম-সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দেশে এই ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তি। বর্তমানে তা অনেক মুসলিম-সংখ্যাগুরু দেশেও বেশ প্রচলিত। বর্তমান বাংলাদেশে প্রায়শ দেখা যায় পবিত্র কোরআন হাদীসের বইপুস্তককে জিহাদী বই হিসেবে আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে। দাড়ি-টুপি কিংবা বোরকা পরিহিত মানুষদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

নাইন-ইলেভেনের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর সারা পৃথিবী জুড়ে `সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বা `ওয়ার অন টেরর, এর পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ইসলামোফোবিয়া। অনেক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নাম কিংবা অবয়ব অথবা পোষাকের কারণে বাড়তি ঝামেলা বা হয়রানির সম্মুখীন হওয়ার অসংখ্য ঘটনা আমরা নানা সময় শুনে থাকি। সরকারী ভূমিকার পাশাপাশি ইসলামোফোবিয়া প্রসারে বড় একটি ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যম ও বিনোদনমাধ্যমগুলো। কিছু পরিভাষাকে ভীতিকর হিসেবে উল্লেখ করে অনবরত ব্যবহার করা হয় খবরের কাগজে কিংবা টিভি চ্যানেলে সংবাদে। অথবা দেখা যায় হলিউডের বা বলিউডের মুভি কিংবা টিভি সিরিজগুলোতে কখনো সরাসরি এবং কখনো বা পরোক্ষভাবে মুসলিমদেরকে নেতিবাচক চরিত্রে তুলে ধরতে।

বিভিন্ন দেশে যখন মুসলিমরা এভাবে ঢালাওভাবে তৈরী করা এক ফোবিয়ার শিকার হয়ে আসছে, তাদের উচিত ছিলো নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার মানুষদের প্রতি অধিকতর সহমর্মী হওয়া। কিন্তু দু:খজনকভাবে দেখা যাচ্ছে আরেকটি মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ বাংলাদেশের মানুষেরা এই মানবিক কর্তব্যপালনে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশের সরকারী ভাষ্যে এবং সরকারের সাথে গণহারে তালমেলানো গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকাতে বরং লজ্জাস্কর এক বর্ণবাদী এবং ঘৃণাবাদী চরিত্র বেদম উন্মোচন হয়ে পড়েছে।

এইসব ঘৃণাবাদী বক্তব্য এখনো বাংলা ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে এবং এতে করে সাধারণ মানুষের মাঝেও সেই ঘৃণানির্ভর বিভক্তির এবং সহিংসতার পাশবিক মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ছে।

বিস্তারিত ২-এর পৃষ্ঠায়

জনপ্রিয় কাউন্সিলর বেলাল ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত বৃহস্পতিবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ কেন্টাবুরি-বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

নির্বাচনে বিপুল ভোটে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় জনপ্রিয় কাউন্সিলর Bilal El-Hayek. তিনি ডেপুটি মেয়র হয়ে আবারো তার জনপ্রিয়তা প্রমান করেন।

কাউন্সিল চেম্বার বেঙ্কসটাউন হলরুমে সন্ধ্যা ৫.৪৫ মি: থেকে আগত অতিথি দিয়ে মুখরিত হয়ে উঠে।

বিস্তারিত ১০-এর পৃষ্ঠায়

আরো ছবি: পৃষ্ঠা-১০ ও ১১

শেখ মুজিব হত্যাকান্ড

অপপ্রচার বনাম বাস্তবতা

কামরুল ইসলাম

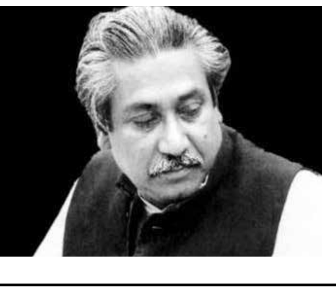

যারা প্রেসিডেন্ট জিয়ার নাম মুছে ফেলতে চায় তারাই প্রচার করছে বঙ্গবন্ধু হত্যায় প্রেসিডেন্ট জিয়া জড়িত। কিন্তু কেন এই অপপ্রচার? প্রতি বছর আগষ্ট মাস আসে আবার চলে যায়, রয়ে যায় কিছু স্মৃতি।

বিস্তারিত ১৪-এর পৃষ্ঠায়

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

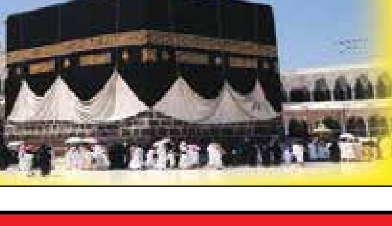

YOUR FAMILY CHEMIST
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
At your family chemist we endeavor to give you and your family the best advice, the best service and best price
LET'S TALK PRICES!
We BEAT & MATCH most advertised prescription prices In Sha Allah
TRY US OUT!
Agent for Diabetes Australia * Health care Monitoring machinery * Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine * Huge collection of perfumes and other cosmetics
* We have experienced and professional pharmacists
"WE HAVE YOUR HEALTH INTEREST AT HEART"
We Open 6 Days
90 years of Chemist Experience
প্রতি দিনের মূল্য হ্রাস
New Branch in Punchbowl
Open now. Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2196, Tel: 02 9790 2377
62 Haldon Street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 02 9759 1013

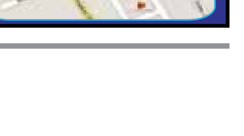

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

প্রায় পুরো সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই বাংলাদেশের মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো ক্যাসিনো। বাংলাদেশের মানুষ হঠাৎ করে জানতে পেরেছে শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই রয়েছে ষাট সত্তরটি ক্যাসিনো। এসব ক্যাসিনোতে জুয়া খেলা হয়, কোটি কোটি টাকা বাতাসে উড়ে। হঠাৎ করেই র‌্যাব-পুলিশের অভিযানে একটির পর আরেকটি ক্যাসিনোর পর্দা উম্মোচন হচ্ছে। প্রতিটি ক্যাসিনোতে দেখা যাচ্ছে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা। এমনকি রাশেদ খান মেননের মতো সরকারের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও বামপন্থী নেতার নামও উঠে এসেছে ক্যাসিনো-সংশ্লিষ্টতার ঘটনায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সূত্র ধরে বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে এখন যে কোন আলোচিত বিষয় প্রবাসীদেরকেও একই সময়ে আন্দোলিত করে। তবে সচেতন ও বিশ্লেষণমনস্ক প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে এ প্রসঙ্গের আলোচনায় সন্তোষের চেয়ে বরং সংশয় এবং প্রশ্নের উদ্রেকই বেশি দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের উদ্রেক ঘটেছে, যেই দলটি গত দশ বছর যাবত অবাধে লুটপাট সহ সব ধরণের দুর্নীতি ও অনাচার চালিয়ে এসেছে এবং বর্তমানেও চালয়ে যাচ্ছে, তাদের এই মেকী ক্যাসিনো-বিরোধী অভিযানের আসল উদ্দেশ্য কি?

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অবৈধ ও দখলদার সরকার নির্বিচারে লুটপাট করে ইতিমধ্যেই ফোকলা করে ফেলেছে। সরকার দলীয় নেতাকর্মীরা অবাধে বিদেশে টাকা পাচার করে যাচ্ছে। শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে ব্যাংক পর্যন্ত নির্বিচারে লুটপাট করা দলটির এই সাইনবোর্ডসর্বস্ব নৈতিকতা উদ্ধারের অভিযানের মাঝে বরং সচেতন মানুষরা কৌতুকের উপাদান খুঁজে পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই অনেকে বলছেন, এই তথাকথিত ক্যাসিনো-বিরোধী অভিযান আসলে আইওয়াশ মাত্র। তুমুল হৈ-হল্লা করে চালানো মাদকবিরোধী অভিযানের মতোই এই ক্যাসিনো-বিরোধী অভিযানও শেষ পর্যন্ত পর্বতের মুষিক প্রসবের মতো বিপুল এক অশ্বডিম্ব প্রসব করবে বাংলাদেশের জন্য। পুরো দেশ জুড়ে সরকারী দলের লোকজনের ছত্রছায়ায় দেদারসে মাদক ব্যবসা আজও ঠিকই চালু রয়েছে।

বাংলাদেশ এখন একটি মাফিয়া স্টেইটে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত দলগুলো মাদক, নারী, জুয়া এবং অস্ত্র ব্যবসাকে কেন্দ্র করে অনায্য ও অন্যায় ব্যবসা করে, পুরো বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের লোকজন ঠিক একইসব ব্যবসা করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যই হলো এই ধরণের লুটপাট ও দুর্বৃত্তপনা। বাংলাদেশের ইতিহাস বলে দেয় আওয়ামী লীগ আসলে দুর্নীতি করা চোর এবং লগিবৈঠা নিয়ে মানুষ হত্যা করা খুনীদের দলে পরিণত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এই দলটির লোকদের নির্বিচার লুটপাটে অতিষ্ঠ হয়ে এমনকি দলটির প্রতিষ্ঠাতা নিজেই কম্বলের জন্য আহাজারি করতে বাধ্য হয়েছিলো। সেই লুটপাটের ধারা পাঁচ দশক পরে এসে আজও চলমান। সেই লুটপাটের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ একটি পতিত ও ব্যর্থ রাষ্ট্র।

অথচ বাংলাদেশের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। আজকের মতো পৃথিবীর সব প্রান্তে ধিকৃত ও অপমানিত নাম না হয়ে বরং সম্মানিত ও আত্মগর্বিত একটি নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার অধিকার ও সুযোগ আমাদেরও রয়েছে। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তার জন্য প্রয়োজন দুর্নীতির মুলোটপাটন এবং মানবাধিকারের চর্চা। আমরা এই চলমান অন্ধকার সময়ের তথাকথিত এইসব একটির পর আরেকটি নাটকের পর্বের মতো অভিযানের আইওয়াশকে প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশে গনতন্ত্র ও মানবাধিকারের পুনপ্রতিষ্ঠা কামনা করছি।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের বর্তমান আচরণ : লজ্জাজনক এক দৃষ্টান্ত

১ম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু আন্তর্জাতিক দুনিয়া আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে এখনো ততটা ওয়াকিবহাল নয়। এইসব লেখালেখি ও প্রচার যখন ইংলিশে রুপান্তরিত হবে তখন পৃথিবীবাসী পরিস্কার দেখতে পাবে আমাদের বর্ণবাদী আচরণ। যে দেশের মানুষ সারা পৃথিবীতে ইকনমিক মাইগ্রেন্ট এবং শরণার্থী হিসেবে যাত্রার শীর্ষে রয়েছে, যারা বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে উন্নত বিশ্বে পাড়ি জমাতে মরিয়া তারাই যখন চরম নির্যাতনের শিকার এক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্লজ্জ্ব প্রচার-প্রচারণা চালায়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা এক মহাপ্রহসনে পরিণত হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আচরণ ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দেশের মানুষ মূলত ঘৃণাবাদী ও বর্ণবাদী আচরণে বিশ্বাসী এবং অভ্যস্ত নয়। বরঞ্চ বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ গড়পড়তায় এবং প্রকৃতিগতভাবে উদার, পরমতসহিষ্ণু এবং আতিথেয়তাপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত। তাদের সামর্থ্য যাই থাকুক না কেন তারা সমাজবদ্ধভাবে থাকতে এবং বিপদগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু রাজনৈতিক কুচক্রীদের অপকর্মের কারণে সবসময়ের মতোই এইসব ঘৃণাবাদী আচরণের দায় শেষপর্যন্ত তাদের ঘাড়ে গিয়ে বর্তাবে।

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বার্মার আরাকানে যখন মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর অবর্ণনীয় রাষ্ট্রীয় নির্যাতন শুরু হলো, প্রথম থেকেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্বত:স্ফূর্তভাবে। প্রাণ বাঁচিয়ে কোনমতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতে বাংলাদেশ সবসময়েই আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এ ইস্যুতে অপরাজনীতি শুরু হয় বর্তমান অগণতান্ত্রিক দখলদার সরকারের আমলে। এ সরকারই প্রথম রোহিঙ্গা শরণার্থী বহনকারী নৌকাগুলোতে বন্দুকের মুখে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে দিতে শুরু করে। পরবর্তীতে জনমত এবং আন্তর্জাতিক চাপ প্রবল হয়ে উঠলে তাদের স্বভাবগত নাটুকেপনা প্রদর্শন করেই তারা রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগ দেয়। কিন্তু যেহেতু এই ইস্যুতে অপরাজনীতির ইচ্ছা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সদিচ্ছার অভাব তাদের মাঝে প্রথম থেকেই ছিলো, সুতরাং তাদের কাজও পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই ধারাতে।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসিআর এর মাধ্যমে শরণার্থী জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন না করে বরং বাংলাদেশ সরকার নিজেই এই কাজ করে আসছে। এর মূল কারণ হলো আন্তর্জাতিক সহায়তা হিসেবে আসা হাজার কোটি টাকা নির্বিবাদে লুটপাট করা। শরণার্থী শিবিরে কাজ করে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এই সব লুটপাট চলছে এখনো, যার কারণে প্রকৃত সুবিধা এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শরণার্থীরা। সেবা দেয়ার নাটক করেও যখন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেলো না তখন এইসব লোকজন আবারও তাদের প্রকৃত চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই চেহারা হলো ঘৃণাবাদী আচরণের চেহারা, বর্ণবাদী আচরণের চেহারা, অমানবিক প্রকৃতির চেহারা, বিভক্তি ছড়ানোর চেহারা। বর্তমান বাংলাদেশে পত্রপত্রিকার কলাম ও সংবাদ, টিভি চ্যানেলগুলোর টকশোতে সরকারের ইশারাতেই এই নির্ধারিত প্রসঙ্গের আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী এবং অগণতান্ত্রিক মহলটি এই কৌশলে ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করে অভ্যস্ত এবং দক্ষ। তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে প্রহসনের আদালত দিয়ে নিরপরাধ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সময়েও দেশের গণমাধ্যম ঠিক একই ভুমিকা পালন করেছিলা। সাধারণ মানুষের আবেগ উসকে দিয়ে ফ্যাসিবাদী উম্মাদনা তৈরি করার সে কৌশল তারা রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করছে। রোহিঙ্গাদের তথাকথিত নানা অপরাধ নিয়ে এইসব বানোয়াট এবং সুপরিকল্পিত রিপোর্ট সেই মহাপরিকল্পনারই অংশ।

কিন্তু রোহিঙ্গারা যেহেতু অন্যদেশের জনগোষ্ঠী এবং এই ঘটনায় যেহেতু আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এই অপরাজনীতি করে ফ্যাসিবাদী শক্তি সাময়িক ফায়দা লুটতে পারলেও দীর্ঘমেয়াদী বিচারে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বাংলাদেশের স্বার্থ এবং মানবতার বিচারে প্রত্যেক সচেতন বাংলাদেশীর এখন উচিত রোহিঙ্গা শরণার্থী বিরোধী পরিকল্পিত ঘৃণাবাদী ও বর্ণবাদী আচরণ প্রত্যাখ্যান করা।

আগামীর পেশার জন্য প্রস্তুতি

একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ

আজকের শিক্ষার্থীরা একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মজগতের মুখোমুখি হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং, এবং অটোমেশনের মত নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলো এমন কিছু চ্যালেঞ্জ আর সুযোগের সৃষ্টি করছে যেগুলোর জন্য একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী কিছু দক্ষতার দরকার হবে।

আগামীর কর্মক্ষেত্রের জন্য নতুন ভাবনা
প্রকৃতপক্ষে এখন চাহিদা রয়েছে এমন অনেক পেশা যেমন `বিগ ডাটা আর্কিটেক্ট,, `ব্লকচেইন স্পেশালিষ্ট,, কিংবা `ট্রান্সফরমেশন ম্যানেজার, এর মত পদগুলোর কোনো অস্তিত্ব ১০ বছর আগে ছিল না বললেই চলে। সুতরাং অজানা সম্ভাবনার সেই জগতের জন্য আমরা তরুনদের প্রস্তুত করছি কিনা সেটা কিভাবে নিশ্চিত করব?

শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ইনোভেশন, এবং কোলাবেরশনের মত একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাগুলোকে তাদের কোর্সে সংযুক্ত করছে। নমনীয় এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহনে দক্ষ হতে হলে এই বিষয়গুলোই শিক্ষার্থীদের দরকার হবে (তা ব্যবসা, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ, প্রকৌশল কিংবা অন্য যেকোনো বিষয়েই হোক না কেন)। শিক্ষা এবং চিন্তার এই নতুন পথ ধরে কিছু কিছু ভবিষ্যৎ-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ফ্যাকাল্টি তৈরি করেছে।

ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি সিডনি (UTS) এর প্রফেসর লুই ম্যাকহুইনি ফ্যাকাল্টি অব ট্রান্সডিসিপ্লিনারির একজন ডিন। পৃথিবীতে এই ফ্যাকাল্টিই প্রথম যেটি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য নতুন সমাধান খুঁজে বের করতে একাধিক অনুষদের সাথে কাজ করছে। তার ভাষায় "অস্ট্রেলিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আমার সাথে নতুন এই ফ্যাকাল্টি নিয়ে কথা বলেছে এবং তারা বলেছে `কেবল UTS ই এটি তৈরি করতে পারে,। এর আংশিক কারণ হল ফ্যাকাল্টিগুলো তাদের প্রচলিত অনুষদ এবং গণ্ডির বাইরে চিন্তা করছে......যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের জন্য নতুন নতুন সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।„

শেখা এবং উদ্ভাবনের দক্ষতা
একবিংশ শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান জটিলতার জন্য ক্রিয়েটিভিটি, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এবং যোগাযোগ ও সমন্বয়ের সক্ষমতার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার দরকার হবে। ফোর্বস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে দেখা যায় যে কর্মীদেরকে ক্রমাগত হালনাগাদ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে করে যদি একক কোনো দক্ষতা অন্যগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, তবে সম্ভবত সেটাই হবে শেখার সক্ষমতা। একবিংশ শতাব্দীর কর্মক্ষেত্রে স্নাতক হওয়া জীবনভর শিক্ষা যাত্রার কেবলমাত্র শুরু।

স্নাতকদের বৈশিষ্ট্যাবলী
প্রায়োগিক ও পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গভীরতর ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে যেগুলো নিশ্চিত করবে তাদের স্নাতকরা আমাদের এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর চাহিদাগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে পারবে।
উদাহরণস্বরূপ UTS এর সকল কোর্সই তিনটি বিস্তৃত স্নাতক বৈশিষ্ট্য বিকাশের

জন্য তৈরি করা হয়েছে:

- চলমান শিক্ষার মাধ্যমে পেশাদার সেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিকাশ এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুশীলন
- জ্ঞানের জগতে কার্যকরভাবে প্রয়োগের সক্ষমতা যা তাদের পেশাগত অনুশীলনকে জোরালো করবে
- একজন পেশাদার এবং নাগরিকের কাছ থেকে তার কাজ এবং দায়িত্বগুলোর প্রতি দায়বদ্ধতা।

ইউটিএস ইনসার্চের মতোই ইউটিএসের কোর্সগুলিতে ছাত্রদের পথক্রমে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ডিন অব স্টাডিজ টিম লরেন্স বলেন "ইউটিএস ইনসার্চে আমরা কেবল কোর্সের বিষয়গুলোতেই পাঠদান করি না – বরং আমাদের শেখার পদ্ধতি আজীবন শেখার দক্ষতাগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে।"

নেতৃত্ব দক্ষতার বিকাশ
ছাত্র নেতৃত্বে জড়িত হলে শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা, সময় ব্যবস্থাপনা, এবং একই সাথে অনেকগুলো কাজ সামলানোর মত সক্ষমতা গড়ে তোলা যায়। পেশাদার ক্ষেত্রে এই সবগুলো দক্ষতাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এধরনের অভিজ্ঞতাগুলো মূল্যবান প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাকেও উৎসাহিত করে, অন্যদিকে ছাত্র নেতৃত্ব চাকুরীর আবেদনের সময় শক্তিশালী জীবনবৃত্তান্ত লেখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

ইউটিএস ইনসার্চ এবং ইউটিএস উভয় প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থী প্রতিনিধিত্ব কর্মসূচী, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ক্লাব এবং সহপাঠীদের দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে নেতৃত্বের সুযোগ দেয়। অত্যন্ত মেধাবী

শিক্ষার্থীরা ইউটিএস ইনসার্চ এর মাই ইউনি লাইফ দূতও হতে পারে। মাই ইউনি লাইফ হল একটি প্লাটফর্ম যেখানে আশফাক আহমেদ সাদমান (মূলত নারায়নগঞ্জ থেকে আসা) এবং মোহাম্মাদ আশিফুর রহমান (মূলত চট্রগ্রাম থেকে আসা) এর মত শিক্ষার্থী নেতৃবৃন্দ সামাজিক মাধ্যমে তাদের পড়াশুনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। তাদের এই তথ্য আগামীর শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শিক্ষার সর্বাধিক ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে তাদের সুযোগগুলো সম্পর্কে আরও জানতে সাহায্য করে।

এছাড়াও ইউটিএস ইনসার্চ এর রয়েছে একটি অনন্যসাধারণ লিডারশীপ কর্মসূচী, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রারম্ভেই বাস্তব জগতের অতি প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অর্জন করে। সফলতা লাভের জন্য এই কর্মসূচী ইন্ডাস্ট্রি লিডার, বিশেষজ্ঞ, এবং নতুন অংশগ্রহণকারী থেকে শুরু করে প্রাক্তন শিক্ষার্থী সকলের সাথে একযোগে কাজ করে।

আজকের কর্মক্ষেত্রে উদীয়মান স্নাতকরা
পাঠদান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর এই পদ্ধতি যে আজকের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে কাজ করে ইউটিএস স্নাতকরাই তার প্রমাণ।
রন ইসলাম ২০০২ সালে ঢাকা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন এবং ইউটিএস এর তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিতে ব্যাচেলর অব সাইন্স এ যোগদানের আগে ইউটিএস ইনসার্চে ইংরেজি ভাষা কোর্স এবং ডিপ্লোমা অব আইটি সম্পন্ন করেছিলেন। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জোরালো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার পর তিনি বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে ইনভিটকো (inveitco) নামে একটি টেকনোলজি স্টার্ট আপ কোম্পানি খুলেছেন। তার কোম্পানি অস্ট্রেলিয়ায় একটি অফিস খুলেছে এবং তিনি দু দেশেই সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেখানে ঢাকায় থাকা কর্মীরা অস্ট্রেলিয়ান গ্রাহকদের ওয়েবসাইট এবং ই কমার্স প্রকল্প, গ্রাফিক ডিজাইন এবং সফটওয়্যার তৈরি নিয়ে সাহায্য করছেন। তিনি বলেন "আমার স্বপ্ন বিশাল„ কারণ "আমার অর্জন যদি এমনকি ৫০ শতাংশও হয়, তাহলেও তা অনেকখানি ভালো।"

ইন্ডাস্ট্রির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার সুবিধা
ইউটিএস এর ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা ও শিক্ষার্থী) প্রফেসর সার্লি আলেকজাণ্ডার ইউটিএস এ লেখাপড়া সম্পর্কে বলেন, "এটি ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের জন্য নিয়োগকর্তারা যেসকল বৈশিষ্ট্যাবলী জরুরী বলছেন সেগুলোর বিকাশের সুযোগ রয়েছে এমন একটি কারিকুলাম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ কিংবা অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিতকরনের মধ্যে দিয়ে থিওরি এবং ব্যবহারিকের সমন্বয় সাধন করছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে

রয়েছে সন্তোষজনক যোগাযোগ দক্ষতা, টিমের সাথে কাজ করার সক্ষমতা, সমালোচনা, এবং সমস্যার সমাধান। ইউটিএস কেবল তখনই এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারবে যখন এটি ইন্ডাস্ট্রির সাথে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে এবং কারিকুলাম ডিজাইন, পাঠদান ও মুল্যায়নের সমস্ত ক্ষেত্রে জড়িত থাকার জন্য আমরা তাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।„

ইউটিএস এবং ইউটিএস ইনসার্চ সম্পর্কে
অস্ট্রেলিয়ার নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনি হল সবার সেরা – যেটি সিডনির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি অগ্রসরমান ও উদ্ভাবনী বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেক শিক্ষার্থীরাই ইউটিএস ইনসার্চে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনিকে বেছে নেয় যেখানে তারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং এর পরবর্তীতে সাফল্য লাভের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটায়। ইউটিএস ইনসার্চে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরণের একাডেমিক প্রোগ্রাম থেকে তাদের বিষয় বেছে নিতে পারে, এবং তাদের গ্রেড ও পছন্দের বিষয়ের উপর নির্ভর করে ইউটিএস এ সরাসরি দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হতে পারে।

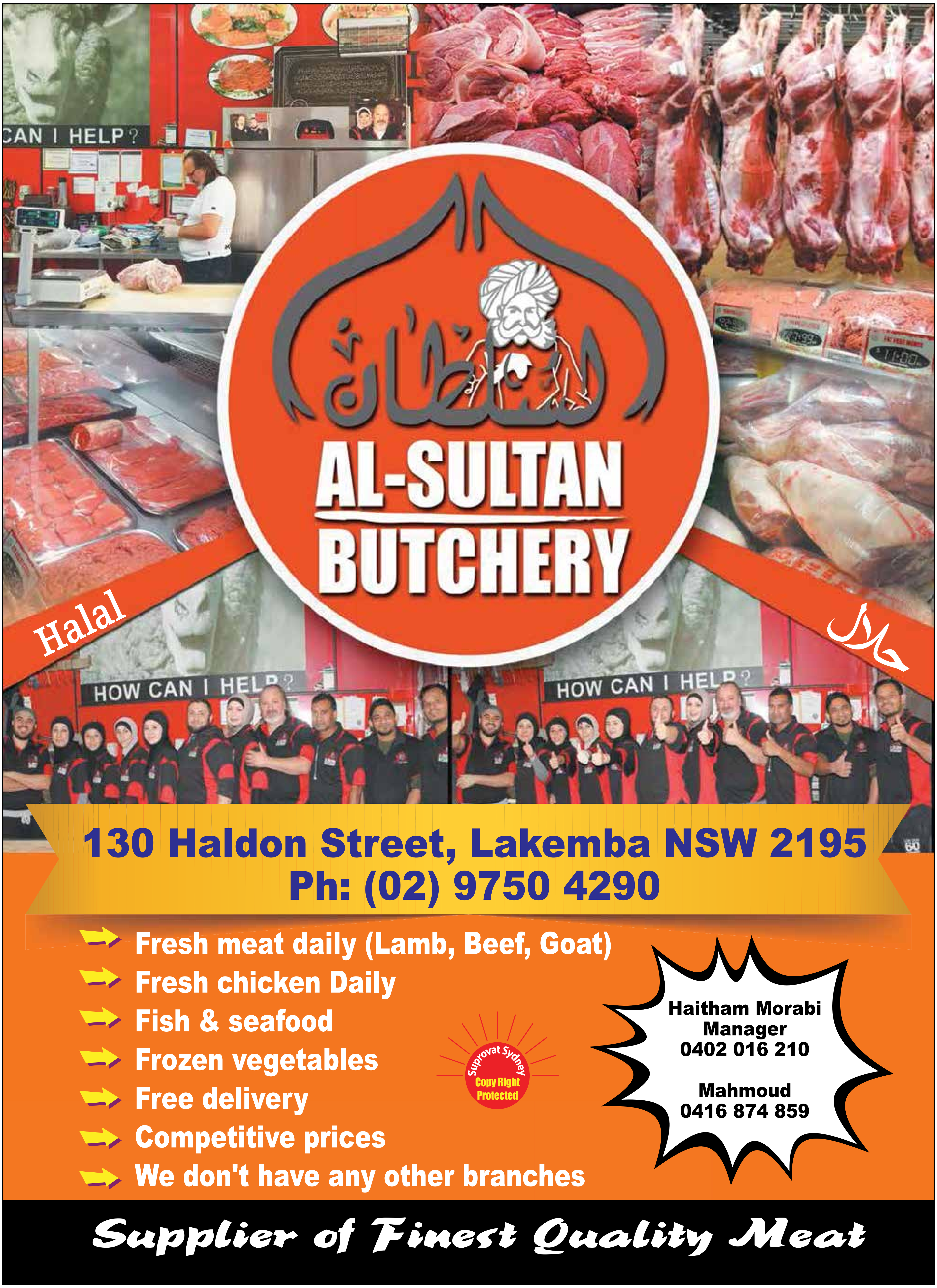
CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

LUXURY ALL-INCLUSIVE
UMRAH GROUP TOUR
3 GROUP DEPARTURES: NOV/FEB/APR*
FROM AN AMAZING $2,999/- PP
STAYING 5 STAR LUXURY HOTELS OPPOSITE HARAM'S
Enquiry@crescenttours.com.au
www.crescenttours.com.au
Call Now, Australia Wide Tel No
1300 66 20 34
MAKKAH CLOCK TOWER
HILTON MADINAH
Accompanied by
A TOUR DIRECTOR
ETIHAD
AIRWAYS
ABU DHABI
swissôtel
Hotels & Resorts
Hilton
HOTELS & RESORTS
PACKAGE INCLUSIONS
• Flights with Etihad Airways
• Taxes & fuel surcharges
• 4 Nights in Makkah in a 5 Star Hotel opposite to Haram
• 5 Nights in Madinah in a 5 Star Hotel, 2 blocks from Haram
• Ziarah tours in Makkah & Madinah
• Daily buffet breakfast
* Deluxe AC Coach Transportations
ETIHAD FLIGHT
FROM $500/-
SPECIAL SIDETRIPS
KARACHI, LAHORE, ISLAMABAD,
HYDERABAD, DELHI ,DHAKA,
JAKARTA, COLOMBO,
KUALA LUMPUR,CAIRO, ISTANBUL,
LONDON & LOTS MORE
*$200 EASTER SUPPLEMENT FOR APR DEP.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ম্যানেজমেন্ট এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের এজিএম অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ম্যানেজমেন্ট এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) এর প্রথম এ,জি.এম এবং গেট টুগেদার গত ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকার উত্তরার রয়েল কুজিন্স রেস্টুরেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এ্যালামনাই এর আহবায়ক মোহাম্মদ মহসিন।

এসময় বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর রুহুল আমিনসহ বিভাগের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রাখার জন্য ২২ জন কৃতি এ্যালানাইকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ মহসিন (১৯৮৬-৮৭) কে সভাপতি মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন তুহিন (১৯৯৩-৯৪) সাধারণ সম্পাদক পদে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি পদে শহিদুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মো. হাসানাত আলী ও আবু হেনা মো. মোস্তফা কামাল, যুগ্ম মহাসচিব পদে শাহরিন তামান্না চৌধুরী ও ড. মো. খায়রুল ইসলাম (রুবেল) সাংস্কৃতিক সচিব পদে এহসানুল হক সেলিম, সাংগঠনিক সচিব পদে হাফিজুর রহমান টুকু, অর্থ সচিব পদে প্রিন্সিপাল মো. নাসির উদ্দীন নির্বাচিত হন।

@ আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
@ আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
@ আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
@ আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

MAc-Field Medical Practice

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road
Macquarie Fields NSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220
Fax: (02) 96058580

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিডনিতে সম্মিলিত বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

কামরুল ইসলাম

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯
রবিবার সন্ধ্যায় নিউ স্টার কাবাব ফাংশন হলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাবেক প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী দল অস্ট্রেলিয়া শাখার নেতাকর্মী, সাংবাদিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ । আলোচনা সভা শেষে ডিনার-মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

একুশে একাডেমি অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক সাধারণ সভা

সুপ্রভাত সিডনি

একুশে একাডেমি অস্ট্রেলিয়া ইনকের বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM -Annual General Meeting) গত ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৮ রেডম্যান প্যারেড, বেলমোরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি ড. স্বপন পাল। দুপুরের খাবার দিয়ে শুরু হয় সাধারণ সভার কার্যক্রম।
একাডেমির সাধারণ সম্পাদক জন্মেজয় রায় এবং ট্রেজারার বুলবুল আহম্মেদ ২০১৮ সালের বই মেলা এবং কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট তুলে ধরেন।
সিডনির সাংস্কৃতিক সংগঠন একুশে একাডেমি অস্ট্রেরিয়া ইনক দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কমিউটির সবাইকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে মন্তব্য করে একাডেমির সদস্যরা আগামীতে একুশে একাডেমির করণীয়, সফলতা, বিফলতা নিয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA) ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শনিবার বেলমোর রোটারি পার্কে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার(BSCA) ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। অত্যান্ত আনন্দঘন পরিবেশে শীতের দুপুরে মিষ্টি রোদে অনুষ্ঠানের শুরুতে জোহরের নামাজের পরে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বিআইসির) এর সাবেক সভাপতি মেলবোর্ন থেকে আগত শামছুল হক।

দুপুরের খাবারের পরে মূল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মনজরুল আলম বুলু। সংগঠনের বিগত দিনের বিভিন্ন কর্ম কান্ড তুলে ধরেন হোসেন আরজু। এর পর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্লাটিনাম সদস্য বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী জিল্লুর রশিদ ভূঁইয়া। সমাজ সেবা মূলক এ ধরণের সংগঠনের সাথে জড়িত হতে পেরে তিনি অনেক আনন্দিত এবং ভবিষ্যতে যে কোনো কর্মকান্ডে সহযোগিতার জন্য মনোভাব প্রকাশ করেন। এর পর বক্তব্য রাখেন সিডনির অত্যন্ত পরিচিত মুখ ও সমাজসেবক মোফাজ্জল হক ভুইয়া। ইসলামিক দৃষ্টি কোন থেকে এ ধরনের সংগঠনের গুরুত্ত অনেক বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাছাড়া যে কারো প্রয়োজনে সংগঠনের যে কোনো সদস্যের খেদমতে ২৪ ঘন্টা তিনি প্রস্তুত আছেন বলে জানান। এর পর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আরেক নিবেদিত প্রাণ আরিফ রহমান। তিনি ভোজন রসিক,নিজে খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসেন বলে সংগঠনের বেশির ভাগ খাবার উনাকেই দেখবাল করতে হয় বলে তিনি জানান। এরপর বক্তব্য রাখেন সামসুদ্দোহা খান নান্টু,বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নিউ সাউথ ওয়েলস এর সাধারণ সম্পাদক জামিল হোসেন ও সভাপতি মাহবুব চৌধুরী শরীফ। তারপর বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা নায়ক আরিফ। তিনি এ ধরণের সমাজ সেবামূলক সংগঠনের সাথে জরত হতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং আগামীতে যে কোনো ধরণের এক্টিভিটিসের সাথে নিজেকে জড়াতে প্রস্তুত বলে জানান। তারপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম নেতা দেলোয়ার খান। তিনি সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান এ ঈদ পুনর্মিলনী সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য।

সিডনির অতি পরিচিত সমাজসেবক ও অনেক নেতৃবৃন্দ এ পর্যন্ত ইন্তেকাল করেছেন। বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে তাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় দোয়া বা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনেক জায়গায় আবার এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় যা নাকি ইসলাম বহির্ভুত: কাজ ,মৃত ব্যক্তির কোনো উপকারে আসেনা। দলমত নির্বিশেষে সিডনির অনেক ভালো মানুষকে আমরা হারিয়েছি ,তাদের মধ্যে অন্যতম ও সবার প্রিয় উজ্জ্বল ভাই,হুমায়ুন কবির,তাজুল ইসলাম,আসলাম,নুরুল আজাদ,গাজী শাখাওয়াত আরিফ,হারুন উর রশিদ,ইব্রাহিম খলিল,ড:মোকলেসুর রহমান। উক্ত সবার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন বিআইসির সাবেক সভাপতি শামসুল হক।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন এম এ ইউসুফ শামীম ও ছবি তুলেছেন সুপ্রভাত সিডনির রিপোর্টার আবুল বাসার রিপন।

মেলবোর্নে ঈদ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি

মেলবোর্ন বাংলা স্কুল ও মেলবোর্ন বাংলাদেশী কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঈদ পূর্নমিলনী গত রবিবার ৮ সেপ্টেম্বর মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেলবোর্ন বাংলাদেশী কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মেলবোর্ন বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোল্যা মো. রাশিদুল হক।

এসময় বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা ড. মাহবুব আলম, সংগঠনের উপদেষ্টা ড. মাহবুবুর মোল্যা, অভিভাবক ড. আফতাবুজ্জামান, ড. মনির উদ্দিন. ড. আমিরুল ইসলাম. মো. আদনান, মোহাম্মদ হাসান প্রমুখ।

আলোচনা সভার পর শিক্ষিকা মিসেস মিতা পারভীন, মিসেস নাসিমা খান, ড. মোসাম্মৎ নাহার, মিসেস জুবাইদা আলী, অভিভাবক মিসেস ইসমত আরা কানন প্রমুখের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মেলবোর্ন বাংলা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মিউজিক্যাল চেয়ার, স্পুন রেসিং ও পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতায় (বড়) প্রথম আয়েশা, দ্বিতীয় জারীর ও তৃতীয় সাদ। মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতায় (ছোট) প্রথম আরিশা, দ্বিতীয় জাফির ও তৃতীয় স্থান লাভ করে সুমাইতা।

পিলো পাসিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন সুমাইকা হক, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন মাহবুব ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন খাদিজা। এছাড়া স্পুন রেসিং প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন ইফতিখার আহমেদ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে বিভিন্ন পুরষ্কার প্রদান করা হয়। পুরষ্কার প্রদান করে আলহাজ্জ মোল্যা মো. রাশিদুল হক, ড. আলম মাহবুব, আলহাজ্জ আবু জাফর মোহাম্মদ আলী ও ড. মাহবুবুর মোল্যা।

মেলবোর্ন বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোল্যা মো. রাশিদুল হক অনুষ্ঠানকে সফল করায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এসময় তিনি সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সিডনিতে বিশিষ্ঠ সমাজসেবী মোখলেসুর রহমান স্মরণে দোয়া মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রবিবার বাংলাদেশ কমিউনিটির অন্যতম সমাজসেবক ড: মোখলেসুর রহমান স্মরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। হিলসডেল পাবলিক স্কুলে এ দোয়ায় ছুটে আসেন সিডনির অতি পুরাতন ব্যক্তি বর্গ।

কমিউনিটির আরেক পুরাতন সমাজসেবক ও সবার প্রিয় ব্যারিস্টার সালাউদ্দিন সাহেব সুন্দর ভাবে মরহুমের কিছু স্মৃতি তুলে ধরেন। এতে বেশির ভাগ মানুষের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠে। দোয়ার পর রাতের খাবারের মাধ্যমে দোয়া মাহফিল সমাপ্তি হয়।

Fariha's Great Achievement 2019

Suprovat Sydney Report

Farhana Tabassum Fariha obtained 3rd position among 6 Army medical college(AFMC). She also obtained honour in 2 subjects. Honourable commandant of Bangladesh Armed Forces Medical college, Dhaka is offering her 5th year Badge. Her parents Mr & Mrs Abdul Hai (Faroque) seeking Du'wa from everyone.

জনপ্রিয় কাউন্সিলর বেলাল ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত

১ম পৃষ্ঠার পর

কেন্টাবুরি-বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র নির্বাচনে বিপুল ভোটে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে জনপ্রিয় কাউন্সিলর Bilal El-Hayek ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন

সমাজের হাই প্রোফাইল ব্যক্তি বর্গ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার মূল ধারার মিডিয়া উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এম এ ইউসুফ শামীম, রিপোর্টার আবুল বাসার রিপন, ডিস্ট্রিবিটর আরিফ রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন লাকেম্বা লেবার পার্টির সাধারণ সম্পাদক জামিল হোসেন ও লাকেম্বা লেবার পার্টির সাবেক সভাপতি হাসান কুরাইশী।

অনুষ্ঠানের শেষে সৌজন্যমূলক রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত ডেপুটি মেয়র Bilal El-Hayek কে একরাশ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

IWPG Sydney Celebrates a Grand Opening and a 5th Anniversary

Suprovat Sydney Report

A peace conference to celebrate the inauguration of Afghan Peace Foundation as well as to commemorate the 5th Anniversary of the September 18th World Peace Summit' was co – hosted by the International Women's Peace Group (IWPG), Sydney branch, Australia, Branch Chief Manager, Lydia Im and Afghan Peace Foundation, President, Tahera Jehanbeen, on August 24th, 1pm at Paramatta Skye hotel in Sydney, Australia. In this conference, ways of peace were found for multi-racial women living in Afghanistan and Australia under the theme of 'women's empowerment and human rights' were discussed together with the citizens of Paramatta and Ryde. Equally, women's roles in the 'prevention of violence against women,' 'prevention of forced marriage,' 'youth empowerment' were also shared with all in attendance including Heavenly Culture World Peace Restoration of Light (HWPL), International Women's Peace Group (IWPG) Sydney branch, and Afghan Peace Foundation (APF).

The event also included a section encouraging the support for and urging of the United Nations to enact the 'Declaration of Peace and Cessation of War' (DPCW) 10 articles 38 clauses as an international legally binding document. In this event, Councillor Sameer Pandey (City of Paramatta), Councillor Penelope (Penny) Pederson (City of Ryde) and 70 attendees had a time to discuss about practical ways of realizing peace through various activities in the near future.

The event began with the opening remarks from the Afghan Peace Foundation's representative, Tahera Jehanbeen, followed by the HWPL's Andrew Young's presentation on the "Introduction and Importance of DPCW." This was later followed by a few words from Lydia Im, Head of the IWPG Sydney, Australia, on the vision of the IWPG and the Legislative Peace Project. The Afghan Peace Foundation (APF) then signed a memorandum of understanding (MOU) with the IWPG promising to cooperate together. This is a positive milestone for Afghan women's empowerment in Australia and further, of the women all around the world to implement and spread a culture of peace all around the world.

Tahera Jehanbeen, who has high interest in women's rights and security, spoke boldly encouraging society to, "build a society that can contribute to society by exerting all its capabilities and actively participate in strengthening women's rights, ending wars, and bringing peace through international law."

"The Legislate Peace Campaign is one of the most effective, universally applicable pathway to achieve world peace. All youth, women and men need to work together to bring forward the DPCW to the UN." asserted, Andrew Young, Regional Manager, International Law HWPL Sydney.

Lydia Im, Chief Branch Manager, IWPG Australia said, "Motherhood and family love of women are the foundation of peace, and if the hearts of 3.7 billion women become one, we can achieve the true peace that we desire. We must urge the 'declaration' to prevent and end wars."

The significant peace conference ended with key guests and participants cutting the inaugural ribbon and cake with the goal to work for peace together.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মানুষের পুনরুত্থান যেভাবে হবে

কম্পিউটার ব্যাকআপ এর সাথে এর সাদৃশ্যতা

আবুল ফজল মোঃ ইকবাল

অবিশ্বাসীরা বরাবর বিস্ময় প্রকাশ করে যে মানুষ মরে গেলে, তার শরীর এর সব কিছু পচে গলে গেলে তা আবার কিভাবে তৈরী করে জীবিত করা হবে ? মৃত সকল মানুষকে হাশরের ময়দানে কিভাবে সবাইকে একত্রিত করা হবে ? সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের জন্য যে এটা যে কত সহজ তা একটু বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায়।

মানুষের এই পার্থিব জীবন হলো ক্ষণসহায়ী। আজ থেকে একশ বছর আগে যারা জীবিত ছিলো তারা আজ আর কেউ জীবিত নেই। তদ্রুপ একশ বছর পরেও আমরা কেউ জীবিত থাকব না। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। এ থেকে কেউ পালিয়ে বাচতে পারবেনা। মৃত্যুর পর আবার আল্লাহ পাক আমাদের জীবিত করবেন। নবী-রাসূলগণ আমাদের এই সংবাদ দিয়ে গেছেন। আল-কুরআনেও এই বিষয়ে অনেক আয়াত আছে। আল্লাহপাক বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তা কিভাবে হবে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, ‘সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, [sb]অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভূলে যায় [/sb]! সে বলে, কে জীবিত করবে অসিহসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।’ সূরা ইয়াসীন / ৭৮-৭৯

কত সুন্দর ভাবে আল্লাহ মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন - কত কঠিন যুক্তি দিচ্ছেন। যারা চিন্তা করে তাদের জন্য এই আয়াতে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি আছে। যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন তিনি কেন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না ? আমরা যদি মানুষের তৈরীকৃত সরনজামাদী বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে দেখা যাবে যে আসলেই একজন প্রকৃত করিগরের পক্ষে তার সৃষ্টির কপি করা বা একই রকম বার বার তৈরী করা কোন কঠিন কিছুনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় , যে কারিগর মাটির তৈরী হাড়ি-পাতিল তৈরী করতে দক্ষ তার পক্ষে একই রকম হাড়ি-পাতিল বার বার তৈরী করা কোন কঠিন কিছু নয়। বর্তমানে মানুষ আল্লাহ পাক প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা অনেক কঠিন কঠিন বস্তু তৈরী করছে এবং এমনকি অনেক কিছু হাতে নয় বরং মেশিন দ্বারা কারখানায়-ই এখন বেশী তৈরী হচ্ছে।

আলোচনার স্বার্থে বর্তমানের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ এবং প্রয়োজনীয় সৃষ্টি কম্পিউটার এর সম্পর্কে দেখা যায় যে - আজ কম্পিউটার এতই ব্যবহার হচ্ছে যে, হাজার হাজার একই রকম কম্পিউটার কারখানায় তৈরী হচ্ছে। ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে ব্যবহারকৃত ব্যবসার কম্পিউটারের ডাটা তথা তথ্যসমূহের সংরক্ষণ করা মানুষের জন্য খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। এখানে একটা বিষয় খেয়াল করা যায় যে , এজন্য মানুষ কম্পিউটারে সংরক্ষিত সব ডাটা ব্যকআপ করে রাখে - হার্ডওয়্যার নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। কারণ কম্পিউটার এর হার্ডওয়্যার যে কোন সময় রিপ্লেসম্যান করা যায়। কিন্তু ডাটা হারিয়ে গেলে তার রিপ্লেসম্যান সম্ভব নয়। এজন্য এই ব্যবসহা। ডাটা আরেক সহানে সংরক্ষিত থাকলে পুরো কম্পিউটার পুড়ে গেলেও বা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেলেও এটা কোন চিন্তার বিষয় নয়। ব্যকআপ থেকে নতুন করে কম্পিউটার রিকোভারী করতে কিছু সময় এবং অর্থ ব্যয় হবে -কিন্তু অসম্ভব নয়। আসল প্রয়োজন যে ডাটা বা তথ্য তা কিন্তু সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

ঠিক অনুরূপ ভাবে মানুষের কর্ম সমূহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে ফেরেশ্তা দ্বারা। মৃত্যুর সময় আত্না দেহ থেকে চলে যায় - সেটার ধ্বংস হয় না। দেহকে কবর দেয়া হচ্ছে - তা পচে গলে যায়। কিন্তু মানুষের মূল যে তার বিশ্বাস এবং কর্ম তথা তার আত্না ও কর্ম সমূহ কিন্ত ধ্বংস হচ্ছে না। শেষ বিচারের দিন পুনরুত্থানের সময় মানুষ তার খতনাবিহীন নতুন দেহ নিয়ে আবার জেগে ওঠবে। তারা পৃথিবীর সেই আত্না নিয়েই পুনরায় জীবন লাভ করবে। আর পৃথিবীতে তাদের কৃত কর্ম সমূহের বিচার হবে।

আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন-
’তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের উঠার জন্য ডাক দিবেন , তখন তোমরা উঠে আসবে। ’ সূরা-আর রূম/২৫

’আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্ত স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।’ সূরা-ইয়াসীন / ১২

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে বলে দিচ্ছেন যে, তাদের কর্ম সমূহ অথ্র্যাৎ কম্পিউটারের ডাটার মত তা আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। সময় হলে সেগুলো সহ মানুষকে পুনরুজ্জীবন দান করা হবে।

’তাদের জন্য [sb]একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সনজীবিত করি[/sb] এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। ...... যাতে তারা ফল খায়। [sb]তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না[/sb]। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন ?’ সূরা-ইয়াসিন / ৩৩-৩৫

আমরা আমাদের হাত দ্বারা রুটি বানাই কিন্তু আমরা যে বিভিন্ন রকমের রঙ-বেরঙের ফল খাই, সে ফল সমূহ কে বানায় ? আল্লাহ পাক বানান। কিন্তু আমরা যখন খাই সেসময় কি সেভাবে উপলব্ধি করি, যে আমরা আল্লাহপাকের সৃষ্ট ফল সমূহ খাচ্ছি ?

’আল্লাহ-ই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সনচারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তা দ্বারা সে ভূ-খন্ডকে তার মৃত্যুর পর সনিজবীত করে দেই। এমনিভাবেই হবে পুনরুত্থান ’ | সূরা ফাতির-১০

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহপাক মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, কিভাবে পুনরুত্থান হবে। কোন সহানের মৃত্তিকায় যখন পানি থাকেনা - তখন সেখানে কোন জীবিত গাছ পালা থাকেনা।কারণ পানি ছাড়া কোন জীবন বাচতে পারেনা। সে সহান একটা মৃত ভূমি। তারপর যখন আল্লাহপাক সেখানে বায়ু দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করান তখন সেই সহানের মাটিতে থাকা বীজ থেকে সবুজ গাছ-পালা জন্মায়। এভাবেই মৃতভূমি জীবিত হয়ে উঠে। এভাবেই মৃতকে আল্লাহ জীবিত করেন।

মানুষ মরে গেলে তার আত্না তার শরীর থেকে বের হয়ে যায়। সেটা আর ফিরে আসেনা। আত্না আর শরীর নিয়েই মানুষ। যেমন অনেকটা কম্পিউটারের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার। সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার অচল। আবার হার্ডওয়্যার ছাড়া সফটওয়্যার এর কার্যক্ষমতা অপ্রকাশমান। অনুরূপ মানুষের ক্ষেত্রেও। কুরআনে আল্লাহ বলেন, ’আল্লাহ মানুষের আত্না হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার আত্না ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে’। (৩৯/৪২)

সুতরাং মানুষের মৃত্যুর সময় আত্নকে হরণ করা বা নিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা ধ্বংস করার কথা বলা হয নাই । সুতরাং মানুষের দেহ ধ্বংস হয়ে যায় বটে কিন্তু আত্না ও কর্মসমূহ সংরক্ষিত করে রাখা হয়। আজ বিজ্ঞানীরা আত্নার অস্ত্বিত্বের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবী করছেন।

সুতরাং মানুষের পুনরুত্থান হবেই। এটা নিয়ে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। যারা সন্দেহ করবে - তারাই পরকালে ক্ষতি গ্রসহ হবে এটা নিশ্চিত।

’কাফেররা দাবী করে যে , তারা কখনই পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালন কর্তার কসম, অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমাদের অবহিত করা হবে , যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।....

সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সহাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পদান করে , আল্লাহ তার পাপ-সমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরীণিসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। আর যারা অবিশ্বাসী, আমার আয়াত সমূহে কে মিথ্যা বলে , তারা জাহান্নামের অধিবাসী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে।’ (সূরা আত-তাগাবুন/৭-১০)

সুতরাং ভাই ও বোনেরা সময় থাকতে সতর্ক হউন। নিজের বিশ্বাসকে মজবুত ও কর্ম সমূহকে সুন্দর করে নিজের আখেরাতকে নিরাপদ করুন। সবাইকে তার নিজের হিসাব দিতে হবে। নিজের হিসাব অন্য কেউ দিবে না এবং কেউ কারো কোন উপকারে আসবেনা।

আল্লাহ আমাদের ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করুন এবং আমাদের মাফ করে দিন। আমিন।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি’র উদ্যোগে সম-সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

শেখ মুজিব হত্যাকান্ড: অপপ্রচার বনাম বাস্তবতা

১ম পৃষ্ঠার পর

এই বার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু দিবসে চোখ পরেছে অনেক ফেসবুক কবি'দের কবিতার দখলে, এত কবিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ঐ সকল কবিদের আমি আগে কখনও দেখিনি। অনলাইন পত্রিকাগুলো তার ছবিতে ভরে ফেলেছিল, যারা আগে এত ছবি প্রকাশ করতো না, কেউ কেউ নিজের বক্তব্যও ফেসবুকে দিয়েছেন, কারন ১৫ই আগষ্টের শোক শেখ হাসিনা বা তার পরিবারের শোক আর যারা ১৫ই আগষ্টে নিজের ছবি লাগিয়ে প্রচার করে, য়ারা মনোনয়ন নিয়েছেন, যারা সামনে মনোনয়ন প্রত্যাশী, যারা অর্থ সম্পদ লুট করে সেকেন্ড হোমস করেছে, শোক দিবসে ষ্টেজে নাচ-গান তাদের শোক এক জিনিস নয় আসলে সবেই মনে হয়েছে বসন্তের কোকিল।

বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা আবার আমাদের আরেক সর্বোচ্চ আকাশ ছোয়া জনপ্রিয় রাষ্ট্র প্রধান জিয়াউর রহমানকে হত্যা দুটোই ছিল বর্বর, পৃথিবীতে কি আরেকটি দেশ পাওয়া যাবে যেখানে ২ জন রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যা করা হয়েছে? বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সংকেত আগেই ভারত দিয়ে রেখেছিল। তাদের গোয়েন্দা সংস্থা কেমন করেই জানত আর কেমনই বা ছিল তখনকার পরিস্থিতি? এই ঘটনা নিয়ে নির্মোহ লেখাও ঝুঁকিপূর্ণ, কঠিন এবং দুঃসাহসের কাজ। আমারও কিশোরবেলা থেকে অনেক প্রশ্ন এখনও ভীড় করেছে, মনে হয় দেশের অধিকাংশ গণমানুষের মনেও একই প্রশ্ন রয়েছে।

সেই সময়টায় বাকশাল ছাড়া তেমন কিছু ছিল না। আওয়ামীলীগের একটা বিরাট অংশ পরিবর্তন চাচ্ছিলো, ১৫ আগস্টের ঘটনায় তাদের অনেকেই খুশি হয়েছিল। এত বড় একটা ঘটনার পরেও একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত হয়নি এমনকি তাদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডেও বোঝাই যাচ্ছিল। মালেক উকিল, তিনি স্পিকার ছিলেন, ওই সময় লন্ডনে গিয়েও তিনি বলেছিলেন- ফেরাউনের পতন হয়েছে! এরপরে আওয়ামীলীগের লোকজনই আবার তাকে তাদের দলের সভাপতি বানায়? একটা দল কতটুকু ডিমোরালাইজড হলে তাকেই আবার সভাপতি বানাতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া রক্ষীবাহিনীর প্রধান ছিলেন তোফায়েল আহম্মেদ। অথচ ঐ সময়ে রক্ষীবাহিনীই কোনো ভূমিকা নেয়নি। ভারতের অগ্রিম মেসেজ দেওয়ার পরও রক্ষীবাহিনী কেন তৈরি থাকতো না। রক্ষীবাহিনীর ইউনিট ছিল ২টা, তারমধ্যে ১টা ইউনিট ছিল শের-ই-বাংলা নগরে, আর বড় অংশটা ছিল সাভারে। রক্ষীবাহিনীর বক্তব্য অনুসারে শুধুমাত্র কর্ণেল ফারুক সেখানে দুটি ট্যাঙ্ক নিয়ে গিয়েছিলেন। ট্যাঙ্কের ভয়ে তারা কিছু করতে পারে নাই। রাতে এক্সাসাইজের পর ট্যাঙ্কে গোলা থাকে না, এটা তো কমান্ডারদের না জানার কথা না। ট্যাঙ্কে যে গোলা নাই এটা সফিউল্লাহ জানতেন, খালেদ মোশাররফ জানতেন, শাফায়াত জামিলসহ সবাই জানতেন। আজ তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে তারা অনেক কথা বলে কিন্তু বাস্তবতা হলো বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করার জন্য এইসব বীর উত্তম, বীর বিক্রমরা সেদিন এগিয়ে আসেননি আজ যারা জনগণের ঘাম জড়ানো ট্যাক্সের টাকা, প্রবাসীদের রেমিটেন্স বসে বসে খাচ্ছেন।

১৯৭২-৭৫ সালের ওই সময়টায় বাকশাল ছাড়া গণার মত তেমন কেউ ছিল না। তারপরেও কিন্তু জনপ্রিয়তায় আস্তে আস্তে ভাটা পড়তে শুরু হয়। এই জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ার ঘটনার পুরোটাকে কিন্তু ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না। এখানে আওয়ামীলীগেরই দায় ছিল। আওয়ামীলীগের প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে অভ্যন্তরীণ কোন্দলগুলো শুরু হয়েছিল, যার উপর ভিত্তি করেই দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রগুলো হতে পেরেছিল। সুতরাং আওয়ামীলীগ এই দায়মুক্তি কোনদিনই ফেলে দিতে পারবে না।আজকের দূর্নীতি আর পাচারে সাথে যদি তুলনা করা হয় তাহলে মানুষ কিন্তু সরকারের বদলে শেখ হাসিনাকেই দায় করছে। কারণ আমরা সবাই দেখেছি ৩০শে ডিসেম্বর রাতে কিভাবে রাষ্ট যন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষমতা আবায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। এখন তারাই করছে লুঠপাট আর পাচার। ওই সময়ও বিভিন্ন জায়গায় এই রকম শত শত সংস্থাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে যার দায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর উপরে পড়েছে।

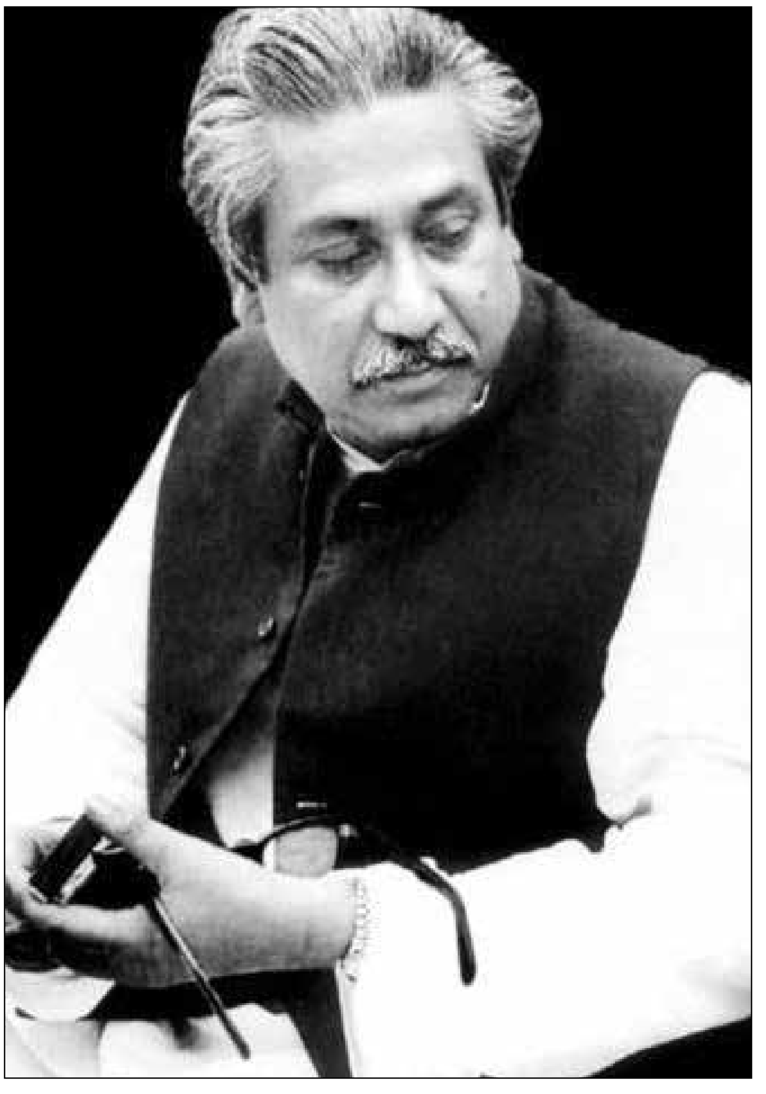

১৫ আগস্টের ঘটনায় সারা দেশ যেখানে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, অনেকে আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাস্তায় কেউ বের হয় নাই। অথচ বরিশাল শহরে সেদিন কিন্তু আনন্দ মিছিল হয়েছিল, কয়েক হাজার লোক সেই আনন্দ মিছিলে অংশ নিয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ারুল আলম এর বই `রক্ষীবাহিনীর সত্যমিথ্যা,তে তিনি বরিশালের ওই আনন্দ মিছিলের কারণটি লিখেছিলেন, বরিশালের নির্যাতনকারী আওয়ামীলীগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার খুশিতে তারা আনন্দ মিছিল করেছিল, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার কারণে করে নাই। তার মানে আওয়ামীলীগের লোকরা এই পরিস্থিতি তৈরি করেছিল সারা দেশব্যাপী, যার জন্য মানুষ তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল এবং রাস্তায় বের হয় নাই।

বর্তমান কৌসুলী আওয়ামীলীগের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যেহেতু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি আবার তাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ফলে জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে তাদের শুধুমাত্র অপপ্রচার। জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র পার্সন, তাকে ডিঙিয়ে যখন সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সেটা ফেয়ার ছিলও না কারণ সিনিয়রিটি অনুযায়ী ওই পদটি জিয়াউর রহমানের প্রাপ্য। কিন্তু জেনারেল ওসমানীর পরামর্শে বঙ্গবন্ধু সফিউল্লাহকে পদটি দেন। আবার সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করে, জিয়াকেও তিনি রেখে দিলেন সেনাবাহিনীতে। নিয়ম অনুযায়ী জিয়াকে অবসরে পাঠানো উচিৎ ছিল, সেটাও করেননি।

আওয়ামীলীগের ভেতর সেই সময় উপদলীয় কোন্দল ছিল, তাজউদ্দীন আহমেদকে মনে করা হতো তিনি কমিউনিস্ট পার্টির লোক, আওয়ামীলীগের মধ্যে তিনি কাজ করতেন। এটা বঙ্গবন্ধুর না জানার কথা না। সে সময় সচিবালয়ে শৃঙ্খলা ছিল না, নানান রকম দলাদলিতে বিভক্ত ছিল ছাত্ররাও। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও বিভেদ দেখা দেয়, একে অপরের প্রতি নানা রকম ক্ষোভ নিয়ে চলছিল তারা। আওয়ামীলীগ এবং তার মিত্র বলতে তখন ছিল শুধু সিপিবি আর ন্যাপ, এর বাইরে সমস্ত রাজনৈতিক দল হচ্ছে আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে। এখন তো শুধু জাসদের কথা বলে, শুধু জাসদ না, সিপিবি আর ন্যাপ ছাড়া প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের বিপক্ষে ছিল। পরবর্তীতে যখন মোশতাক সরকারের পতন হয়, আর জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বিএনপিতে আওয়ামীলীগের নেতারা যোগ দিলেন। এই যে অধ্যাপক ইউসুফ আলী, যিনি মুজিবনগরে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলেন, তিনিও তো জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী হয়েছেন। তারপরে বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের সদস্য

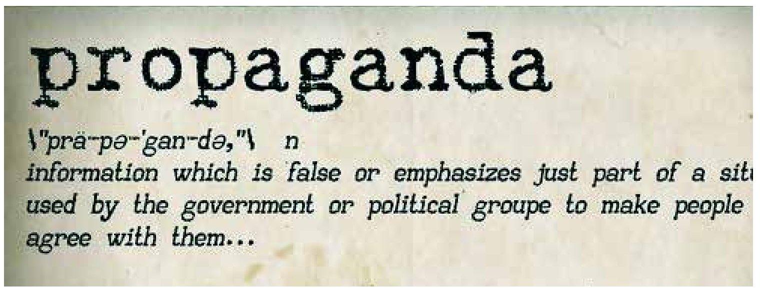

সোহরাব হোসেন; তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন, মন্ত্রী হওয়ার জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে শপথ পড়ানো হয়নি। আরো আছেন- রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভোলা মিয়া, উনি মন্ত্রী হয়েছিলেন, কে এম ওবায়দুর রহমান মন্ত্রী হয়েছিলেন। এখন তারা যদি বলেন খন্দকার মোশতাক তাদের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তুলে নিয়ে গেছেন, তাহলে তারা জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী হলেন কি করে?

জেনারেল কে.এম. সফিউল্লাহকে বলতে দেখেছি তিনি নাকি কিছুই জানতেন না সেনা প্রধান হয়ে। সুতরাং আমি জানতাম না- এই কথা বলে তো পার পাওয়া যাওয়ার কথা না।

এই ঘটনা ঘটার পর তো ইমিডিয়েটলি উনি পদত্যাগ করতে পারতেন, উনি তো ওয়েট করেছেন যতদিন না তাকে সরিয়ে অন্য আরেকজনকে সেনাপ্রধান করা হয়। ঘটনার হালকা উপস্থাপন যথেষ্ট নয়। যাদের বিচার করা হয়েছে, শাস্তি হয়েছে বা পালিয়ে আছে তাদেরকে তো আমরা সবাই চিনি, কিন্তু যাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই এমন অনেক অপশক্তি এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি কারা ছিল, সেটা খোঁজাটা জরুরি ছিল কিন্তু করেনি। নাকি দেশ স্বাধীনের পর তাদের অনেকেরই আর বজ্ঞবন্ধুকে প্রয়োজনীয় মনে হয়নি, না আর্মি, না পলিটিশিয়ান না আওয়ামীদের। অনেকেই অনেককিছু জানে। অনেক ঘটনার পাত্রপাত্রী এখনও জীবিত। কিন্তু কেউ সত্য বলার সাহস রাখে না। মিথ্যা বলায় কমতি নেই। কারও সত্য বলার মতো মহত্ব নেই। এ বিষয়ে তোফায়েল আহমদের কোনও বই আছে? আছে সফিউল্লাহর? আছে তৌফিক ইমামের? তারা তো জীবিত। লিখছেন না কেনো? সমস্যা তো আছেই। সমস্যার স্বরূপও মানুষ বোঝে। হত্যাকাণ্ডের সর্বজন গৃহীত বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্ত বলে যা বোঝায় তাকে সত্য বলে না, তাকে ইতিহাস বলে না, তাকে সরকারি শ্বেতপত্র বা প্রেসনোট বলতে পারেন। তা এদেশে ভুড়িভুড়ি আছে। দরকার হচ্ছে নির্মোহ ইতিহাস লিখন, যেখানে সত্য ছাড়া আর কোনও গল্প থাকবে না। গায়ের জোরে এমনকি ক্ষমতার বলয়েও মুছে ফেলা যাবে না জিয়ার নাম।

সূত্র: গবেষক মহিউদ্দিন আহম্মেদের সাক্ষাৎকার, বিবিসি, প্রথম আলো অনলাইন।

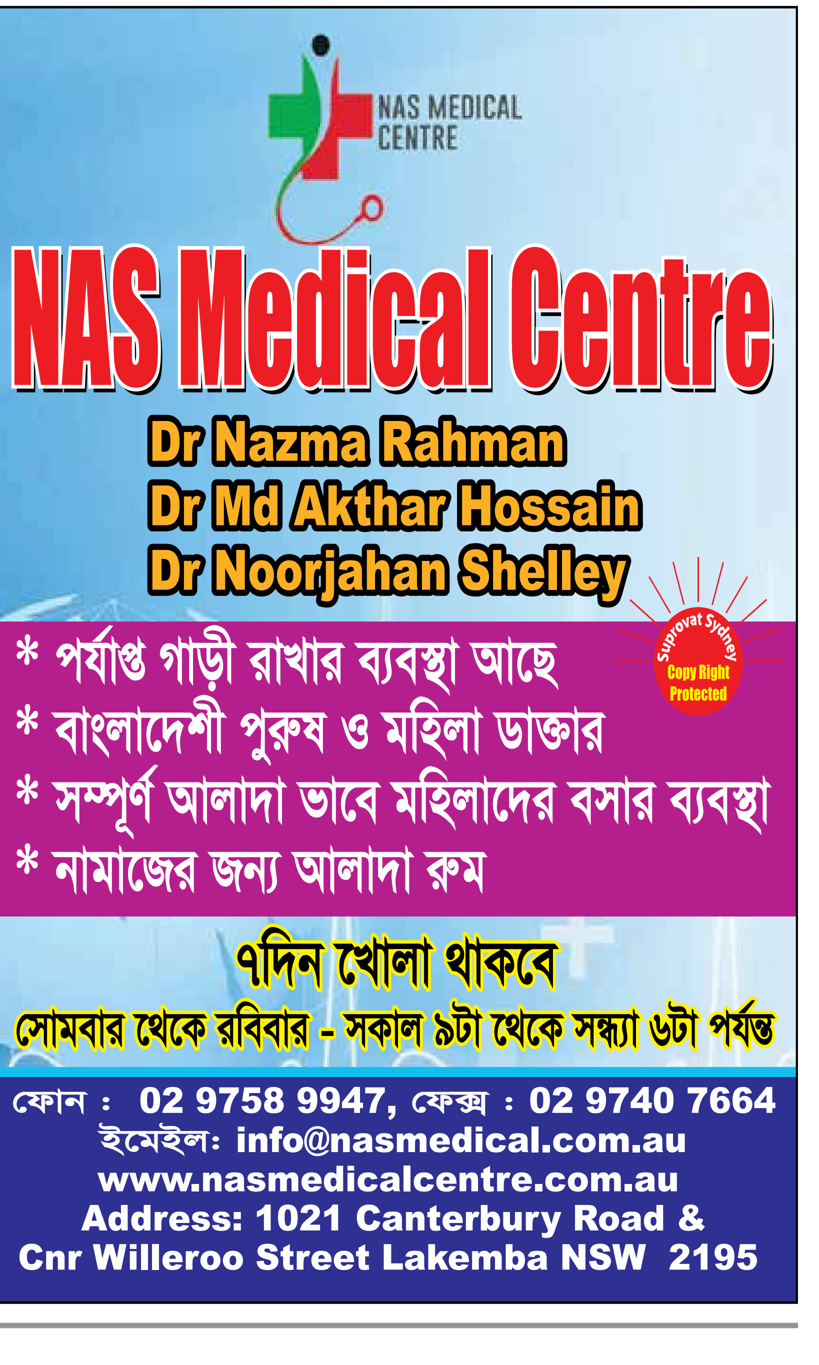

THE PROBLEM OF SKEPTICISM 2

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

।। আতিকুর রহমান

গ্রামের নাম ধানকোড়া। মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার ছোট্ট একগ্রাম। একসময় সবুজ শ্যামলমিয়ার ভরা ছিল এ গ্রাম। রাজধানী শহর ঢাকা থেকে মাত্র ৬০ কিঃমিঃ দূরে থাকলেও শহরের যান্ত্রিকতার সামান্য ছোঁয়াও ছিলো না এখানে। কিন্তু ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের কোল ঘেঁষে এর অবস্থানের কারণে শহরায়নের থাবায় গ্রামটি এখন একেবারেই ক্ষত-বিক্ষত। সন্ধ্যা হলে গ্রামের ঘরগুলোতে একসময় কুপি বা হারিকেনের আলো ঢিব ঢিব করতো। রাত্রি যতই গভীর হোত নিস্তব্ধতা ততই বাড়তে থাকতো। সন্ধ্যার পর গ্রামের মানুষের গল্পের আসর বসতো বিভিন্ন স্থানে। আজ গ্রামের সে অবস্থা নেই। গ্রামের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো ঝলমল করছে। সন্ধ্যার পরের মধুর সময়গুলো এখন দখল করে নিয়েছে আকাশ চ্যানেলসমূহ। বস্তুবাদ, শহরের যান্ত্রিকতা যেন শহরের ন্যায় গ্রামকেও আষ্টে-পিষ্টে ধরে ফেলেছে। এ গ্রামের এক যুবকের নাম আহমদ। বাড়ির সাথে লাগোয়া স্কুলে কিছু সময় পড়াশুনা করলেও উন্নত শিক্ষার অন্বেষনে সে গ্রামের গন্ডি ছেড়েছে যখন সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পা দিয়েছে। জেলা শহরের স্কুল অত:পর বিভাগীয় শহরে উচ্চ শিক্ষা। এভাবেই কাটে আহমদের শিক্ষাজীবন। কড়া ধর্মীয় অনুশাসনের মাঝে বড় হয়েছে আহমদ। আহমদ ছোট বেলায় দেখেছে সকাল হতেই তাদের বাড়ির আংগিনায় খেজুরের পাতার পাটি বিছিয়ে এক অস্থায়ী মক্তব বসতো। খুব কাছে কোন মাসজিদ ছিলোনা আর এজন্যই এ অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাশের গ্রামের মাসজিদের ঈমাম সাহেব ছিলেন এ অস্থায়ী মক্তবের শিক্ষক। এক দল শিশু, কিশোর কিশোরীকে আমপারা ও কোরআন নিয়ে গোল হয়ে বসতো। আর ঈমাম সাহেব মাঝ খানে বসে সবাইকে পড়াতেন। কোরআন পাঠের শব্দে এক মধুর পরিবেশ তৈরি হোত সেসময়। কোরআন শিক্ষার হাতেখড়ি আহমদের সেই মক্তবেই।

কোরআন পড়তে পারা ছাড়া আহমদের ধর্মীয় শিক্ষা বলতে কিছুই ছিলনা। থাকবেই বা কিভাবে। ইসলাম সম্পর্কে কি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েছে সে? যা শিখেছে সে নিজ পরিবার থেকে মুখে মুখে। স্কুলে তার ধর্ম ইসলাম শিক্ষা ছিল। কিন্তু তা একজন মুসলমানের চলার পথের জন্য নিতান্তই অপ্রতুল। তারপর আবার ঐসময়ে সে যা পড়েছিল পরবর্তীতে সব সে ভূলে বসে আছে। আহমদ যখন ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করে তখন সে তার মত অনেককেই পেয়ে যায় যারা তার মত প্র্যাকটিসিং ফ্যামিলি থেকে এসেছিল। রীতিমতো নামাজ আদায় করে তারা। আবার এমনও কাউকে পেয়েছে যারা অনর্গল ইসলাম বিদ্বেষী কথা বলে। আহমদের বুঝে আসেনা এরা কোন ফ্যামিলি থেকে এসেছে আর কারা এদের মা- বাবা। আহমদের ইসলামিক জ্ঞান সীমিত থাকায় সে শুধু যুক্তি খুঁজে ফেরে, কিন্তু তাদের ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক কথার উত্তর দিতে পারেনা।

ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ আহমদের ছোটবেলা থেকেই ছিল। অবসর সময়ে কিছু ধর্মীয় বই পড়াশোনা করলেও সুতাকাটা ঘুড়ির ন্যায় তেমন কিছুই আগাতে পারেনি। ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা নিয়েই দীর্ঘ সময় ব্যস্ত থাকাতে তার আগানোর সুযোগও হয়ে উঠেনি। ইউনিভার্সিটির গন্ডি ছাড়িয়ে সে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সাথে শুরু হয় জীবনের আর এক নতুন অধ্যায় - সংসারজীবন। ছাত্রজীবনের ন্যায় কর্মক্ষেত্রে তাকে এমন অনেকের মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেকবার যারা মুসলমান কিন্তু ইসলাম প্র্যাকটিস করছেনা। অনেকে আবার মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা নেই। অনেকে আবার ইসলাম নিয়ে এমন যুক্তিপূর্ণ ও নেতিবাচক কথা বলছে যা আহমদের নিকট একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত আর তা শুনে সে শুধু অসহায় বোধ করেছে।

আহমদ অনেকদিন ধরেই ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য সুবিধাজনক কোন প্রতিষ্ঠান খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত এক সুযোগ তার সামনে এসে উপস্থিত হয়। ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি। অনলাইন ভিত্তিক পড়াশুনা। কিন্তু তা হচ্ছে আলেমের তত্ত্বাবধানে। ইসলামকে একাডেমিক পরিবেশে নতুন করে শেখার এক নতুন দাঁড় উন্মুক্ত হয়েছে আহমদের সম্মুখে। কেননা তার পক্ষে এখন মাদ্রাসায় গিয়ে নিজের সুবিধামত সময়ে ইলম হাছিল করা সম্ভব নয়।

আহমদের অনলাইন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার খবর বন্ধুমহলের অনেকেই জানেন। এর মাঝে আছে তার দুই ব্যাচের সিনিয়র সৌরভ, কাছাকাছি বয়সের গোপাল দা ও হুমায়ুন। গোপাল আহমদের কিছুটা সিনিয়র হলেও আহমদকে নাম ধরে কখনও ডাকেনি। সবসময় ভাই বলেই সম্মোধন করে। আহমদও গোপালকে দাদা বলেই সম্মোধন করে। হুমায়ুন আহমদের ব্যাচের। হুমায়ুন গ্রামের এক কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। ধর্মের প্রতি বরাবরই তার নির্লিপ্ত মনোভাব। বস্তুতত্ত্ব দিয়ে সে সবকিছু বিচার করতে চায়।

অফিসের ছুটিতে গ্রামে গেলে আহমেদ এদের সাথেই বেশীরভাগ সময় ব্যয় করে। নানা বিষয় নিয়ে তারা কথা বলে। কখনও আন্তর্জাতিক বিষয়, কখনও অর্থনৈতিক বিষয় কখনও বা ধর্মীয় বিষয়। সেদিন এরকম আলাপ করতে গিয়েই আহমদকে হুমায়ুন বলে বসে: আহমদ, তুমি তো তোমার ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটিতে ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছ। আমাদের বলনা কি শিখছ সেখানে? তোমার কাছ থেকে আমরা কিছু জানি। আহমদ দাওয়া কাজের এ সুযোগ হাতছাড়া করেনি। গোপাল, সৌরভও সায় দিলো। আলোচনার ভেন্যু ঠিক করা হলো সৌরভদের বৈঠকখানা। (চলবে)

লেখক পরিচিতি : প্রকৌশলী, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি (IOU) তে ব্যাচেলর অব আর্টস ইন ইসলামিক স্টাডিজে (৯ম সেমিস্টারে) অধ্যনরত।

অনুষ্ঠিত হলো ২ দিন ব্যাপী

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির টাম্বালং পার্কে অনুষ্ঠিত হলো ২ দিন ব্যাপী মালয়েশিয়া ফেস্টিভ্যাল। ২১ সেপ্টেম্বরে শুরু হয়ে মেলাটি শেষ হয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯। মালয়েশিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত এ মেলাটি ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যবদি পর্যন্ত চলে আসছে নিয়মিত। মেলাটির উদ্বোধন করেন মালয়েশিয়ান হাই কমিশনার এইচ. ই. দাতু সুধা দেবী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দ্যা লর্ড মেয়র অব সিডনি ক্লোভার মুরসহ অন্যানো অতিথিবৃন্দ। মেলাটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মালয়েশিয়ান সংগীত পরিবেশন করেন মালয়েশিয়ান মিস ওয়ার্ল্ড লারিস পিং। অতঃপর ছোট্ট সোনামনিদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় কারাতে শো । ২ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় মালয়েশিয়ান শিল্পী বৃন্দ সংগীত পরিবেশন করেন।

মালয়েশিয়া ফেস্টিভ্যাল

Warisan Telang Usan

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

গোপাল ঠাকুরের নিরুদ্দেশ যাত্রা

আব্দুস সামাদ আজাদ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

একদল ছাগল এসে খোয়াড়ে ঢোকার পর এক জন তরুণী বাঁশের চটার দরজা আটকে দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। কবিতা বলল দাদা এসেছে, তোর রঞ্জন দা। ওই যে, বারান্দায় বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছে। রঞ্জিতা এক লাফে দাদার সামনে গিয়ে হাজির, দাদা তুমি এতো নিষ্ঠুর আমাকে ছেড়ে এতদিন তুমি কিভাবে কাটালে? ওর কান্না আর থামে না। দাদার গলা জড়িয়ে ধরে হাফিয়ে হাফিয়ে কাঁদে।

কাকা কবিতা সবিতাকে ডেকে বলল, এই তোরা শিগগির রঞ্জনকে কিছু খেতে দে। ওর মুখ শুকিয়ে গেছে হয়ত সারাদিন কিছু খায়নি।

কবিতা দাদার জন্য খই মুড়ি ও নাড়ু নিয়ে এলো। আসলে রঞ্জনের কিছুই খাওয়া হয়নি, আজ সমস্ত দিনের মধ্যে। সে খই নাড়ু খেয়ে তার দেহের ক্ষুধা নিবারণ করে।

রাতের আহারের পর ভাই বোনে এক সঙ্গে বসে। সবিতা কবিতা তাদের ঘরে পড়া লেখা করছে সামনে তাদের দু,জনেরই এস,এস,সি পরীক্ষা। অন্যদিন রঞ্জিতাও ওদের কাছে বসে ওদের ক্লাসের বইগুলো এক এক করে পড়তে থাকে । সে সব ক্লাসের বইয়ের পড়াগুলো রপ্ত করেছে। শুধু স্কুলেই যাইনি এইযা। রঞ্জনের বার বছরের স্মৃতিময় দিনগুলো এক এক করে বলতে থাকে। আজকের দিনের ঘটনাও বোনের সামনে নির্দ্বিধায় বলে ফেলে।

রঞ্জিতা ভাইয়ের সব কথা মেনে নিয়েছে কিন্তু মানতে পারেনি শেষের কথাটা। মিনতিকে আঘাতের কথা। তার সঙ্গে দাদা এরূপ ব্যবহার না করলেও পারত। ঘোর আপত্তি করে বলল তোমার এই নিঠুর আচরণ করাটা মোটেও ঠিক হয়নি। কেন মিনতির গালে একটা চড় মারতে গেলে? যে মানুষটা তোমার সুখ দুঃখের সাথী হতে চেয়েছে সে জন্যে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ছিল। তার জন্য তুমি কিছু না করতে পারলেও সোজাভাবে তাকে বিদায় দিতে পারতে। তোমারতো সে বিয়ে করা বউ নয়, কোন অধিকারে তারে তুমি মারতে গেলে?

রঞ্জিতা আমি যা করেছি তখনকার জন্যে সেটা ঠিক ছিল। ভূল হোক অন্যায় অবিচার যাই হোক সেটা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই। ভাবনা শুধু তোকে নিয়ে আমার জন্য তোর জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

না দাদা আমাকে নিয়ে তোমার কিসের ভাবনা তুমি হয়ত ঠিকই করেছো। যেহেতু তুমি যদি আমার খোঁজ খবর নিতে এখানে আসতে তাহলে আমি যতদিন এখানে আছি হয়ত থাকতে পারতাম না। তুমি দেখে নিও সবিতা, কবিতা স্কুলে কলেজে পড়ে যা করবে হয়ত ভগবানের ইচ্ছায় আমি তার চেয়ে বেশী করতে পারব। তুই আমাকে মিছে বুঝ দিয়ে আমার কষ্টকে থামাতে চাইছিস। একজন লেখাপড়া জানা মানুষ আর একজন অজানা মানুষকি এক হল? তা হবে কেন দাদা। আমি তো লেখাপড়া জানি। তুমি আমাকে পরীক্ষা কর। স্কুলে না গেলে কি হবে ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত যত বই আছে তা আমি ওদের সঙ্গে পড়ে শেষ করেছি। শুধু অংকটায় আমি কাঁচা। ওটা আমি কখনও করতে চাইনি। ভাবলাম যখন স্কুল কলেজে যাচ্ছিনে তখন অংক দিয়ে আমার কি কাজ হবে।

রঞ্জিতা, তোর কাছে আমি হেরে গেলাম রে। লেখাপড়া না করে তুই মাথায় যে বুদ্ধি ধারণ করেছিস তোর মতো অতটুকু বুদ্ধি যদি আমার মাথায় থাকতো হয়তো আমিও ওদের কারোর কাছে হারতাম না।

বট ঠাকুর রঞ্জনের কাছ ঘেষতে চায় না। সব সময় পালাই-পালাই ভাব। ইদানিং সে রঞ্জনকে বড় ভয় পায়। যদি সে বলে বসে, কাকা আমাদের জমি জাতি গুলো কোথায় কি করা হয়েছে।

ওদের জমি কেন নিজের জমিওতো কিছু শেষ করে ফেলেছি।

অমল ঠাকুরের বয়স ষাট পার না হলেও তিনি নানা চিন্তায় শারীরিকভাবে অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছেন। নিজে ব্রাহ্মণ মানুষ তার পেশা থাকবে বিয়ে পড়ানো, পূজা করা কিন্তু তা না করে কেন যে জালের কাজ বেছে নিল সে কথা ভেবে পারা যায় না। নদীতে মাছ আর আগের মত পড়ে না। জমির দাম একশ টাকা বিঘা থেকে দেড় দুইশত, তিন শত টাকা বিঘা পর্যন্ত উঠেছে। চালের দাম বেড়েছে তেলের দাম বেড়েছে। বেড়েছে কাপড় চোপড়ের দামও। একজন মানুষের আয় দিয়ে পাঁচজন মানুষ চলতে হয়। তারপরও বড় মেয়েটার জামাই লোক কুটুম সবসময় লেগেই থাকে। সংসারে অভাব দেখা দিয়েছে, তারপর রঞ্জন নতুন করে এলো। নিজেরা যাই খাই কিন্তু ওকে একটু ভালো দেওয়া উচিত।যেখানে সে মানুষ হয়েছে সেখানে তার খাওয়া পরার অভাব ছিল না।

অল্প কিছুদিন পরই রঞ্জনের বট ঠাকুরের সাথে জলে নামতে হয়েছিল। কাকা সেটা চায়নি কিন্তু কাকিমার কাছে এটাই কর্তব্য বলে মনে হয়েছে । কিছুদিনের মধ্যেই রঞ্জনের সবকিছুর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এই সংসারের হাল ধরে তিন তিনটি বোনকে পার করতে হবে।

দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে যায়। বট ঠাকুর চায় রঞ্জিতাকে আগে বিয়ে দিয়ে তারপর নিজের মেয়ে দুটির কথা ভাববে কিন্তু কাকিমা তা ভাবে না। কাকীমা ভাবে রঞ্জিতা পার হয়ে গেলে এই সংসারের কাজ কর্ম কে দেখাশোনা করবে।

বিভিন্ন স্থান থেকে পাত্র পক্ষ আসে, সবিতা, কবিতাকে দেখে যায়। কিন্তু কোথাও বিয়ের কথা পাকা হয় না। মেয়ে দুটির চেহারা নজর কাড়া নয়।

সপ্তাহ খানেক পর আর একটা পাত্র পক্ষ আসে। রঞ্জিতা সঙ্গে থেকেই কবিতাকে দেখায় কিন্তু সেই দেখা দেখির মধ্যে দিয়ে রঞ্জিতাকে পছন্দ করে বসে। মুখের ওপর তারা বলেই ফেলে, এই মেয়েটা কার আপনারা একে বিয়ে দেবেননা। কাকিমা আস্তে আস্তে বলে ও পড়া লেখা জানে না। শিক্ষিত ছেলের জন্যেতো শিক্ষিত মেয়ের প্রয়োজন। আর তা বাদে ওর বিয়েটা একটু পরে হবে।

তারা তড়িঘড়ি করে সরে পড়ে। সম্বন্ধ হয় না। অনেক সম্বন্ধ এমনিতে ভেঙ্গে যেতে থাকে পাত্রি পক্ষ আর কুলোতে পারছে না। বট ঠাকুর কাকিমার সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসে। আমি বলছিলাম কি রঞ্জিতাকে দেখে যখন সবাই পছন্দ করেছে তখন ওকে নাহয় আগেই ছাড়িয়ে দেওয়া যাক। আর তা বাদে ওটাত আমাদের মেয়ে, মা-বাবাহীন মেয়ে আমাদেরতো একটা কর্তব্য আছে। তিনি তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন স্বামীকে শুধু হাতে মারেনি মুখে যা ইচ্ছা তাই বলে ক্ষাঁন্ত হলো। কথাগুলো কিন্তু রঞ্জন ও রঞ্জিতার কর্ণগোচর হলো।

এর পর আরও কিছুদিন পর বেশ দূর গ্রাম থেকে পাত্র পক্ষ ছেলে সহ এল। কিন্তু এবার রুপটা ভিন্ন কাকিমা সরাসরি রঞ্জিতাকে দেখিয়ে দিল তাদের মেয়ে দেখে পছন্দ হলো এবং সেই আসরে বিয়ের দিন ধার্য হয়ে গেল। মাত্র এক সপ্তাহ পর। বট ঠাকুর গিয়ে কেনাকাটা করল। কাকিমার গোচ্ছিত টাকা বের করে দিল। তাতে রঞ্জন ভাবলো কাকিমার তাহলে সুমতি হয়েছে। হতে পারে মানুষ মাত্রইতো পরিবর্তন শীল। মন ঘুরতে কতক্ষণ।

বিয়ের লগ্নরাতে বর পক্ষ আসার আগে কাকিমা রঞ্জিতাকে তাদের বাড়ির সামান্যদূরে নিয়ে এক অভিনব কায়দায় আটকে রেখে আসে এর খোজ খবর আর কেও জানে না।

যথাসময় বরযাত্রীরা এলো খাওয়ার পর্বটা আগে সারা হলো তারপর বিয়ে কিন্তু বিয়ের আসনে বসানো হলো কবিতাকে তবে ড্রেসটা রঞ্জিতার যা পরে আগেরদিন পাত্র পক্ষের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। বর সিঁদুরের কৌটা রঞ্জিতার ললাটে একে দেওয়ার সময় দেখল এ রঞ্জিতা নয় অন্য কেউ।
বর সিঁদুরের কৌটা ফেলে উঠে দাঁড়ায়। এই চিটিং এর মানেটা কি? বাবা যে মেয়েকে আমারা দেখেছিলাম, সে মেয়ে নয় অন্য কেউ। বাবা মেয়ের সম্মুখে এসে তার মাথার ওড়না সরিয়ে দেখে সত্যিতো যাকে সে দেখেছিল এ সে নয়। রঞ্জনের বাবাকে ডাকল কিন্তু তার পাত্তা পেল না ঘটনা স্থলে এলো কবিতার মা। তাদের নানা কথার সামাল দিতে চেষ্টা করল কিন্তু কোন কাজ হলো না। রঞ্জন কাকিমার কাছে গোপনে জিজ্ঞেস করলো কাকিমা ব্যাপারটা কি?

আমি বাপু কিছু বলতে পারব না। দ্যাখ তাদের বলে কয়ে বিয়েটা পড়িয়ে দিতে পার কি না। কয়েক ঘন্টা পার হয়ে গেল রঞ্জন চিন্তা করছিল তার বোনের হয়ত কারোর সাথে গভীর সম্পর্ক আছে তাই হয়ত এই বিয়ের রাতে তার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

বরযাত্রীরা সর্বোপরি বলে গেল এই বিয়েতে আমাদের আত্বীয়-স্বজন খাওয়াতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে টাকা কালকের মধ্যে জোগাড় করে রাখবে। এরা অমানুষ ব্রাহ্মণ জাতের কলঙ্ক। এদের সঙ্গে কোন আত্বীয়তা করা যাবে না। বাবা এ যুগে এমন সেয়ানা মেয়ে মানুষ আছে। এক মেয়ে দেখিয়ে আর একটাকে গচিয়ে দিতে চায়।

বরযাত্রীরা এ বাড়ী ছেড়ে যাবার একটু পরে কাকা ফিরে এসে তার বিছানায় শুয়ে পড়ে। পর পর রঞ্জিতা ও ফিরে আসে। দাদার বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাদতে থাকে। দাদা এখানে আর থাকা সম্ভাব না তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। এখানে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

তুই ছিলি কোথায় তোর হয়েছে কি বলতো দেখি। আমাকে আটকে রেখেছিল বঞ্জুদের ঘরে।

কে তোকে আটকে রেখেছিলরে?

কাকিমা! রঞ্জনের আর বুঝতে বাকী রইল না। এতক্ষণে সে যা চিন্তা করেছিল সে সব ভুল। আচ্ছা যাক খেয়ে শুয়ে পড়। রঞ্জিতা বলে তুমি খেয়েছো দাদা? সবিতা ভাত গুছিয়ে দিয়ে বলে, দাদা খেয়ে নাও। তোমার জানের কষ্ট দিয়ে লাভ কি? ভাগ্যে যার যা বিধাতা লিখে দিয়েছে খণ্ডাবে কে? এসব কিছুর মূলে আমার ডাইনি মা।

গুরু জনের প্রতি এমন কথা বলা ঠিক না সবিতা।

কাকে তুমি গুরুজন বলছ দাদা ও ডাইনিকে? আমার বাবা সমস্তদিন বৃথাই এই সংসারে কষ্ট করে গেল জীবনে একটু স্বস্তি পেল না। দেখলনা একটু সুখের মুখ। তবুও...... না দাদা এর মধ্যে কোন তবু নেই, সবিতা দাদার কথা কেড়ে নিয়ে বলল।

অহেতুক সমস্তরাত রঞ্জিতাকে গালিগালাজ করেছে। এবং সর্বোপরি বলেদিয়েছে সকালে উঠে যেন সে আর রঞ্জিতার মুখ না দেখে।

কাকিমার এহেনো আচরণে রাত কেটেছে অ- নিদ্রায়। রাতেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কোথায় যাবে।

মোরগের ডাক কানে ভেসে আসে। রঞ্জন বোনকে ডাকে রঞ্জিতা ও রঞ্জিতা ওঠে পড় সকাল হয়ে গেছে যে, রঞ্জিতা শয্যাত্যাগ করে সকালের সব কিছু সেরে নিজের যা আছে তাই গুছিয়ে নিয়ে দাদার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করে।

(২১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(২০ পৃষ্ঠার পর)

পায়ে হাটা পথ। নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে গিয়ে পৌছেছে। আর একটা গ্রাম পরেই ঘোষনগর । যেখানে তারা যাবে।

রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করে আমরা কোথায় যাচ্ছি দাদা?

ঘোষ নগর সেখানে আমার এক মুসলমান বন্ধু আছে নুর মুহম্মদ। তাদের বাড়িতে।

দাদা আমরা মুসলমান বাড়ীতে যাচ্ছি? সেখানে আমরা কি জাত আ......। রঞ্জিতা আমরা স্রোতের শ্যাওলার মতইতো ভেসে চলেছি, আমাদের আবার জাতের কি বিচার। হিন্দুদের মধ্যে সবথেকে উচ্ছ বংশধর ব্রাহ্মণ। গোপাল ঠাকুর ছিল সেই জাতের মানুষ। দশ গ্রামের মানুষ তাকে চিনত। পেরেছে কি সে তার জাত টিকিয়ে রাখতে। না পেরে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমরা তারই বংশধর সেই পরিবারের বট ঠাকুর তার থেকে আমরা কি পেলাম? কি দিলো সে সমাজ আমাদের। আজ নিজের বাড়ীঘর ফেলে রেখে নবাব সিরাজুদ্দৌলার মত চুরি করে বাড়ী ছেড়ে যেতে হচ্ছে। এর বেশী আর কি দিতে পেরেছে। যাদের কোন নাম ধাম নেই সেই যদি মানবতা দিয়ে মানুষকে আঁকড়ে রাখতে পারে আমরা তাকেই বলব হায়ার কাস্ট। আমরা তাকেই বড় জাতের বলে স্বীকার করে নেব। রঞ্জন কোনদিনও নুরমুহম্মাদের বাড়ী যায়নি সে ওদের গ্রাম চেনে না। কিন্তু ঠিকানাটা আছে। মনের মধ্যে গাঁথা আছে। চলতে চলতে প্রায় দুপুর। সামনের মোড় ঘুরতেই গ্রামের দোকান পাওয়া গেল। ওরা দুজনে বসে কিছু জল খাবার খেয়ে নিল। তারপর দোকানিকে জিজ্ঞেস করলো নুর-মুহম্মদের বাড়ী চেনে কিনা। দোকানি পশ্চিম দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ঐ বড় বাড়ীটা। রঞ্জনের আর পা চলছিলো না। নানা ভাবনা তার মনের মধ্যে গোল বাঁধিয়ে দিল।

একজন যুবক কলেজ থেকে ফিরে আসছিল, কাধে কলেজ ব্যাগ ঝোলান, দোকানির চোখ পড়তেই রঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওই যে আপনারা যাকে খুঁজছেন দেখেনত সে কিনা। রঞ্জনের মুখে হাসি। সে অপলক চেয়ে থাকে আগন্তুকের পানে। কিন্তু সে কাছে এসে রঞ্জনকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ওর হৃদয় কেঁদে ওঠে। হয়তো ওখানে ঠাই হবে না। রঞ্জন ডাকতে পারলো না কিন্তু দোকানি তাকে ডাক দিলো, ও নুর-মুহম্মদ ভাই। সে ফিরে দাঁড়ায়, অলিচা কিছু বলছ?

আরে এই যে তোমাদের বাড়ীর মেহমান ফেলে চলে যাচ্ছ। নুর-মুহম্মদ ফিরে আসে রঞ্জন নিজেকে সামলে নেয়। ওর চোখে চোখ আরে.... রঞ্জন না? আমাকে চিনতে পারিসনি? আয় আয় কেমন ছিলি সঙ্গে কে?

আমার ছোট বোন। রঞ্জন নুর-মুহম্মদ কোলাকুলি করে। আয় দোস্ত তোরা এসে আজ যে কি ভাল লাগছে। তা এত দিন আসিসনি কেন। আয় আয়, আসেন।

ও আমার ছোট বোন ওর সঙ্গে তুই......

হ্যা তাইতো অভ্যাস ছিলোনাতো। এসো তুমি এসো। পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় ও দোস্ত তোকে একটা কথা বলি। মনে কিছু নিসনে যেন কথাটা আমাদের তিনজনের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে।রঞ্জন মুখ চেয়ে বলল কি?

আমাদের সংসারে মাত্র তিন জন মানুষ আমি, মা বাবা, আর একটি মাত্র বোন যে শ্বশুর বাড়ী। আমার মা খুব ভালো, বাবা অমায়ীক। বড় উদার মনের মানুষ তারা, কোন কিছুর অভাব নেই আমাদের। তোরা শুধু গোপনীয়তা রক্ষা করবি আর কিছু না আর সবকিছু আমি ম্যানেজ করে নেব।

কিন্তু সেটা কি?

তোদের নাম দুটো শুধু একটু পরিবর্তন করে রাখতে হবে। অবশ্য উনি কখনো নাম ধান জিজ্ঞেস ও করবে নানে, সে কালের মানুষতো। রঞ্জন রঞ্জিতার পানে তাকায়। রঞ্জিতা বলে এতে আর তেমনকি একটু সুবিধা আদায় করার জন্য এইটুকুতে আর কি? রঞ্জন বলল তা হলে নাম দুটো তুই সিলেক্ট করে দে মুহম্মদ। রঞ্জিতা বলল দাদা, আমি বলছি। তোমার নাম রহিম আর আমার নাম রহিমা তাহলে আর ভুলতে হবে নানে। `হোয়াট এ গুড আইডিয়া, এবার চল ওই কথাই রইল। আর গ্রাম যা আছে তাই।

কয়েক শ কদম পেরিয়েই তারা বাড়ীর আঙ্গিনায় পেছালো। মা পাকের ঘরে ছিল ওদের দেখে বেরিয়ে

এলো নূর মুহম্মদ মায়ের সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।এই আমার স্কুল বন্ধু রহিম আর ও র...। রহিমা (রঞ্জিতা) নিজেই নামটি বলে ফেলল। পিতা বারান্দা থেকে বলল এসো বাবারা তোমরা উঠে আসো বস। মা রহিমার চিবুক স্পর্শ করে বলল বাবা! কি সুন্দর মায়াটুকুন যেন আকাশের চাঁন। যাও বসগে মা।

না খালা আমি আপনার সঙ্গে থাকবো বলে মায়ের সাথে রান্নার কাজে ঘরে গিয়ে রান্নর সাহায্য করতে বসে গেল।

দুপুরে খাবার সময় নূর মুহম্মদের বাবা বলে- ও মুহম্মদের মা, আজ তরকারিতে যে অন্য রকম সাধ কারণ ডা কি?

আজ নতুন হাতের ছোয়ায় ব্যাজন ভালো হয়েছে। আমার এই বোনঝিতে পাক করেছে।

রঞ্জিতা ইচ্ছাকৃতভাবেই রান্নার কাজটা নিয়ে নিল। কাজের মধ্যে একটি মাত্র দুধের গাভী তার খাবার জন্য পল বিছালি কেটে দেওয়ার কাজটা রঞ্জন নিল আর সেই সাথে বাজার ঘাট ও অন্যান্য দায়ীত্বভারটাও। নতুন এই দুজন আগন্তক যেন এই সংসারেরই মানুষ।

দিন সুখেই কেটে যাচ্ছে। নূর মুহম্মদ রঞ্জনের পড়ালেখা করার কথা চিন্তা করে এবং তাকে আগামীতে এডমিশন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে চায়।

শ্মাশান ঘাটের চিতার সামান্য দূরেই একটি হিজল গাছ। গাছটির চারপাশে ইটের গোল করে একটি বেদী তৈরি করা আছে। বেদীটি শ্মাশান কমিটি থেকেই করা। কয়েকদিন হলো একজন জটাধারী সাধু এসে গাছটির নিচে আসন গেড়েছে। মানুষ ভিড় জমিয়ে তার সান্নিধ্যে যাচ্ছে এবং ঝাড়, ফুক ও জল পড়া নিয়ে ফিরে আসছে। তার কাছে এ গ্রামের চেয়ে বাহিরের গ্রামের বেশী লোক আসছে। এমনিতে প্রায় সাত মাস পার হয়ে যায়। এই সংসারে রঞ্জন ও রঞ্জিতা আপন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাবার কথা চিন্তা করে ভাই বোন কাদে। মায়ের কথা মনে হলে ধীক্কার দিয়ে সরিয়ে দেয় তার প্রতি এদের বড়ই ঘৃণা।

নূর মুহম্মদের মাতা পিতার আশা এই রহিমাকে তাদের পুত্রবধু করে রাখবে, এবং বিয়ের কাজটা তারা দু এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে ফেলতে চায়। ভাই বোন মিলে একদিন সিদ্ধান্ত নেয় তারা সাধুর কাছে যাবে এবং তার জীবনের কথা তার বাবা বেঁচে আছে কিনা, থাকলে কোথায় আছে রঞ্জিতা বলল তাহলে আজই দুপুর বেলা যাওয়া যাক। ও সময় ভিড় থাকে না রান্না একটু আগে ভাগে সেরে নেয়।

রান্নার পর দুজন বাড়ী থেকে বেরিয়ে সাধুর চরণে পড়ে। বাবা আমরা খুব অসহায় আমরা এখন কি করি? সাধু অপলক চেয়ে রয়। তোদের বাড়ী? আমাদের বাড়ী সেনগ্রাম। তোর নাম রঞ্জন আর...... হা হা আমার নাম রঞ্জিতা।

তোদের বাবা মা কোথায় এই জানতে চাস? রঞ্জন না বাবা মাকে জানতে চাই নে বাবা বাবা কোথায় আমাদের।

পাবি, ও হরি এখন আমি কি করি? হরি এখন আমি সাধু এই বাক্যটা কয়েকবার ব্যবহার করে জিজ্ঞেস করে কোথায় থাকিস মিয়া বাড়ী? কোন বাড়ী নুর মুহম্মদের বাড়ী। ওরা খুব ভাল কিন্তু বাবা ওরা যে....। বিয়ে করে ঘরে রাখতে চায় এই তো।

হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমরা কি করি।

যা এখন চলে যা । হরি এখন আমি এই দিনে এক সপ্তাহ পরে আসিস। তোরা ভাই বোনতো?

হ্যা আমরা ভাই বোন। সাধু আবার বলে ও হরি।

দুদিন পর কোড় গ্রাম থেকে কিছু পুরুষ মহিলা মিলে সাধুর কাছে আসে। তার সঙ্গে আসে মিনতি। সবার সাক্ষাতের পর মিনতি শেষে একাই সাক্ষাত করে সংক্ষেপে তার জীবনের বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করে রঞ্জন কোথায় আছে? সাধু বলে, এই গ্রামেই আছে রবি বার এলে তুই তার দেখা পাবি। এখানে তোর সঙ্গে সাক্ষাত হবে।ও হরি এখন আমি কি করি যা যা এখন আমার সময় কম। যা যা বেরিয়ে যা যা পথ খারাপ। ও হরি....।

পথে দাদাকে রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করল দাদা তোমার নামটা কিভাবে বলতে পরলো ঠাকুর বাবা?

আমি তো সেটাই ভাবছি।

দাদা এমনিতেইতো মানুষ সাধক হয় না। মানুষ সাধনা করতে করতে সিদ্ধী লাভ করে। আর সিদ্ধী লাভ করবার পর....। রঞ্জন বলল সিদ্ধী লাভ করবার পর সাধক হয়। আর সাধক হলে সে মানুষটা আধ্যাতিক হয়ে ওঠে। আর ঠিক তখনই সে গোপন খবর কিছু বলতেও পারে। আর তখনই মানুষের আরগ্যের জন্য নিজে হাতে করে কিছু দিলে সেটাতে কাজ হয়।

কিন্তু এ সবের মূলে কিন্তু দাদা সৃষ্টিকর্তা।

হ্যাঁ তাতে বটে। তারপর আমার অন্য কিছু মনে হয় রে রঞ্জি।

কি?

হয়তো সে আমাদের আপন কেউ হতে পারে।

নূর মুহম্মদের মা-বাবা বিয়ের প্রয়োজনীয় সবকিছু সেরে ফেলেছে। ভাই বোনের মধ্যে চলছে একটা গোপনীয়তা কেউ কিছু বলতে পারছে না। দু জনে মিলে ঘটনাগুলো নূর মুহম্মদের পিতা মাতাকে বারবার বলতে চাইছে কিন্তু তারা কিছুতেই শুনতে চায়নি। বিশেষ করে তার পিতা বার বারই বলে দিয়েছে তোমরা গরীব মানুষ জায়গা জমি নেই ঘরবাড়ী নেই, মা-বাবা নেই এই বলবে তো? সে সবকিছুই আমি শুনতে চাইনি। আমি স্রেফ মনে করেছি এ দুটিও আমার সন্তান। আমার জায়গা জমি ঘর বাড়ী টাকা পয়সা সব কিছুর অধিকার তোমাদেরও। রঞ্জন বোনের কাছে জিজ্ঞেস করে কি করবি?

দাদা একি সম্ভব যার জন্য আমাদের বাবার হলো নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আচ্ছা আচ্ছা আমরা কিছু ভাববোনা রবিবার তো বিয়ের দিন করেছে রাতে সাধু বাবার কাছে যাবার কথা আছে সেই রবিবারেই।আমরা না হয় সকালেই তার কাছে যাব। দুপুরে গেলেও ত সময় থাকছে।

রবিবার সকালে নাস্তার সময় সাধুর আগমন ঘটল। আজ বিয়ের দিন আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী কিলবিল করছিল। তিনি বাড়ীর আঙ্গিনায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর সবাই তার সম্মুখে এলো। হরি একবার উপরের দিকে তাকিয়ে বলল হরি এখন আমি কি করি। রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করে ভাত খাবে বাবা।

না মা আমি কিছু খাব না আমার যে সময় খুব কম। তোমাদের পরিচয় আমি জেনেছি। তোমরা দুজনই গোপাল ঠাকুরের সন্তান। জাতের উপর কলঙ্ক হওয়ার পর ওই গোপাল ঠাকুর একদিন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছুটেগিয়েছিন সুদুর কাশ্মীরে। প্রতিশোধ ঠিকই নিয়েছিল তারপর জেল থেকে আমি রেহাই পাইনি দীর্ঘ বারটি বছর জেল খেটে তার পর আবার এই দেশে ফিরেছি। আমি পারিনি আমার সত্তা টিকিয়ে রাখতে। মানুষ হিসাবে আমার যা কর্তব্য ছিল আমি তার কিছুই করতে পারিনি। পারিনি নিজের সন্তানের মুখে একটুকরো খাবার তুলে দিতে। পারিনি বিদ্যা শেখাতে মানুষ করতে। স্রোতের শেওলার মত ভেসে বেড়িয়েছো তোমরা। স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে আপন মানুষ হয়েছে পর। ঠেলে দিয়েছে কাছ থেকে দূরে। তার প্রতিবাদও তোমরা করতে পারনি কিন্তু পর মানুষ হয়েছে তোমাদের আপন। নিঃস্বার্থভাবে আপন মনে ঠাই দিয়েছে বুকে। মানবতাবোধ শূন্য হৃদয়ের মানুষের মুখে তো আর জাতের কথা বলা চলে না। অসহায় মানুষকে যারা আশ্রয় দেয়, অনাহারি মানুষকে যারা খেতে দেয়, বস্ত্রহীন মানুষকে যারা বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে তারাইতো বড় জাতের মানুষ। এই যে মোড়ল সাহেব সব কিছুই জেনেও শুধু অসহায় মানুষ হিসাবে তোমাদেরকে ঠাই দিয়েছেন, ঠাঁই দিয়েছেন শুধু এ কথা বল্লেও অনাকে অবমূল্যায়ন করা হবে। তাদের হৃদয় স্থান দিয়েছে তাদের যেমন দুটি সন্তান আছে তেমনি তোমাদেরও মনে করে নিয়েছে আর দুটি সন্তান যে কাজটি বাপ হয়ে আমি করতে পারিনি। ইনি তোমাদের পিতা হয়ে সেই মহান কাজটি করেছেন। আমি তোমাদের জন্মদাতা বাবা, আর সে তোমাদের পিতা এখানে আমার ইচ্ছেটা পিতার ইচ্ছেটার কাছে ঠুনকো।

বাবা ওরা আমকে....। থাম, আমি সব জানি। পিতার আদেশ পাল....।

বট ঠাকুর পড়ে যায়, তার প্রাণহীন দেহটা নিরব নিথর হয়ে যায় ।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি'র উদ্যোগে সম-সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি
Suprovat Sydney
Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রানবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

শোধ

রউফ আরিফ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ওরা বেরিয়ে আসে। নিয়াজ মোহাম্মদ করিডোর থেকে বিদায় নেয়। সুলতানা ফিরে যায় নিজের রুমে। একটু পরে পরিচারিকা এসে এখলাস উদ্দিনকে নিয়ে যায় সুলতানার ঘরে।

৪.

রাতটা খুব আনন্দের মাঝেই কেটে যায় এখলাস উদ্দিনের। নগর বধূর ঘরে যে এমন আরাম আয়েসের মাঝে কাটানো যায় এই অভিজ্ঞতা ছিল না এখলাস উদ্দিনের। নরম শয্যায় গভীর ঘুমে অচেতন ছিল সে। ঘুম ভাঙ্গলে চারিদিকে তাকিয়ে কিছুটা অবাকই হলো। মনে করতে চেষ্টা করল, কাল রাতে সে কোথায় ছিল। এখন কোথায় আছে। এই ঘর তার পরিচিত না হলেও গত রাতের স্মৃতি বলছে এই ঘরেই এক নগর বালার বাহুপাশে নিজেকে সপে দিয়ে ঘুমিয়েছিল। এখন সে একা শুয়ে আছে। রাত্রে কেনা রূপসী এখন এই ঘরে নেই।

এখলাস উদ্দিন বিছানা থেকে নেমে জানালার ধারে যায়। এখনো রোদ ওঠেনি। বাইরে জনকোলাহলহীন স্নিগ্ধ সকাল। এটা কোনো বাড়ির দুই অথবা তিন তলার ফ্লাট। এখলাস উদ্দিন চারিদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বোলালো। রাতে যে নগর বালার বুকে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল তাকে খুজল। নাহ্, কোথাও তার ছায়া নেই।

এখলাস উদ্দিন যখন চলে যাবে বলে ভাবছে, সেই সময়ে একটা মেয়ে ঘরে এলো। তবে এই মেয়ে গত রাতের সেই মেয়ে নয়। মেয়েটি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল, গতরাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

-হ্যা। তুমি কে?

-আমি এই ফ্লাটেরই বাসিন্দা।

-সে কই?

-আপনি কার খোঁজ করছেন?

-এই ঘরে রাতে যে আমার সাথে ছিল।

-তিনি খুব ভোরে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে গোসলখানায় ঢুকেছেন। গোসলখানা থেকে বের হতে সময় লাগবে। তাছাড়া উনি এখন আর আপনার সাথে দেখা করবেন না।

-কেন?

-উনি রাতের অতিথিদের সাথে দিনে দেখা করেন না। যদি কোনো ম্যাসেজ থাকে রেখে যেতে পারেন। উনি পেয়ে যাবেন।

-আচ্ছা। ওকে বলবে, ওর সঙ্গ আমার ভাল লেগেছে। আমি আবার আসব।

-ঠিক আছে, আসবেন। আপনাদের পায়ের ধুলো না পড়লে আমরা থাকবো কি নিয়ে। আপনারাই তো আমাদের হাসি গান আনন্দ।

-বাহ! খুব সুন্দর বলেছ তো।

-আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।

-তুমিও খুব সুন্দর। তোমার গোছালো কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এরপরে এলে তোমার সাহচর্য পাব নিশ্চয়?

-যদি জনাবের মর্জি হয়, আমার ঘরে অতিথি হবেন। অবশ্যই আপনার মনোরঞ্জনে আমার তরফ থেকে কোনোরকম কার্পণ্য থাকবে না।

-তোমার রেট কেমন?

-সেটা এখনি জেনে কি লাভ। যখন আসবেন তখনই জানবেন। তবে এইটুকু বলতে পারি, আপনি ঠকবেন না।

এখলাস উদ্দিন একনিমেষে বুঝে ফেলে এই ছুকড়ি প্রফেসনাল। এদের কাছ থেকে এইভাবে কথা আদায় করা যাবে না। ভাও বুঝে দাও নেবে। ঠিক আছে, মাগী তোমাকে দেখবো সময় মতোই।

৫.

এখলাস উদ্দিন সুলতানার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। করিডোরে এক মহিলার সাথে তার দেখা হয়। মহিলাকে চেনা চেনা লাগে। তাই চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়। চোখেমুখে বিস্ময়।

মহিলার অবস্থাও একই রকম। সে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে, আপনাকে কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

-প্রশ্নটা তো আমারও।

-আপনার বাড়ি কি সখীপুর?

-হাঁ।

-আপনি গহর শেখের ছেলে এখলাস উদ্দিন। তাই না?

-ঠিক। কিন্তু আপনি কে বলুন তো। আপনাকে তো আমি ঠিক মিমোরিতে আনতে পারছি না।

-আমাকে চিনতে পারছেন না, তাইতো? না চেনারই কথা। আমি আপনারই গাঁয়ের মেয়ে। আপনাদের বাড়ির পুব পাশে আমাদের বাড়ি ছিল। দেখুন তো মনে আনতে পারেন কি না।

-সুন্দরী। তুমি কি সেই সুন্দরী! নছিম উদ্দিন মাষ্টারের মেয়ে।

মহিলা খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসি থামলে বলে, হাঁ গো মোড়লের পো ঠিকই ধরেছ। আমি সেই-

-তা তুই এতদিন কোথায় ছিলি?

-এই ঢাকা শহরেই আছি।

-বলিস কি!

-চলো, আমার ঘরে গিয়ে বসি। এতদিন পরে দেখা, দু,টো মনের কথা কই।

এখলাস উদ্দিনের মনে কৌতুহলের বান ডেকে যায়। কি আশ্চর্য! সুন্দরী আজও বেঁচে আছে। এমন সুন্দরভাবে বেঁচে আছে। সুন্দরীর সঙ্গে এখলাস উদ্দিনের একটা সুন্দর অতীত আছে। সেটা যেমন স্মৃতি বিজড়িত তেমনি বেদনা-বিদুর।

পাশাপাশি বাড়ি ছিল কলিমুদ্দিন মোড়ল আর নছিমুদ্দিন মাষ্টারের। মোড়ল ধনী গৃহস্থ। তিন পুরুষ আগে থেকেই তাদের ধন ঐশ্বর্য্যে ভাণ্ডার স্ফীত। পৈত্রিক সূত্রে কলিমুদ্দিন ধন সম্পদ যেমন পেয়েছিল সেই সাথে নিজের কুটবুদ্ধির প্রয়োগে সেই সম্পদ দিনে দিনে বাড়িয়েই চলেছিল। তার কুটবুদ্ধির জুড়ি দশ গ্রামের মাঝে আর একটাও মিলতো না। ফলে ঘরে বাইরে সমাজে সংসারে তার দাপট ছিল গগন ছোয়া। কলিমুদ্দিন মোড়লের মুখের কথাই ছিল গাঁয়ের লোকদের কাছে হাই কোটের আইনের মতোই অমোঘ। সেই তুলনায় নছিমুদ্দিন মাষ্টার ছিল সহজ সরল। তার যেমন মেলা টাকা পয়সা ছিল না, তেমনি ছিল না প্যাঁচানো বুদ্ধি। অল্প একটু ভিটেবাড়ি আর হাইস্কুলের মাষ্টারীর চাকরি এই সম্বল করে একমাত্র মেয়ে সুন্দরীকে নিয়ে বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটছিল তার।

ছোটবেলায় সুন্দরীর মা মারা গেছে। মেয়ের মুখের পানে চেয়ে আর স্ত্রীর ভালোবাসার ওপরে শ্রদ্ধা রেখে মাষ্টার আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। তিন বছরের সুন্দরী এখন পনেরো বছরে পা দিয়েছে। নিজের স্কুলেরই দশম শ্রেণীর ছাত্রী। মেধাবি ছাত্রী। নাম যেমন সুন্দরী, চেহারা ফিগারও তেমনি নজর কাড়া। সেই সাথে যোগ হয়েছে মেধা।

৬.

সখীপুর সীমান্ত এলাকার একটা গ্রাম। তিন মাইল পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট থানা। এপারে সাতক্ষীরা। তাই গ্রামাঞ্চল হলেও শহুরে জীবনের হাওয়া এসে ঢুকে পড়েছে বানের জলের মতো। সুন্দরী চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। মা মরা মেয়েটাকে গ্রামের সবাই আদর স্নেহ করে। মাষ্টার ভাল মানুষ। তার সততার সুনাম ফুলের গন্ধের মতো চারিদিকে সুরভিত।

লাউডগার মতো বাড়ন্ত মেয়েটা তাই সবারই নজরে পড়ে। ফুল ফুটলে যেমন ভ্রমর আসে, ফুলের চারপাশে গুনগুনিয়ে বেড়ায়; সুন্দরীর চারপাশেও তেমনি গ্রামের উঠতি যুবকদের আনাগোনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সকালবেলা নছিমুদ্দিন মাষ্টার মোড়ের মাথার দোকান থেকে মুড়ি আর সরসের তেল কিনে বাড়ি ফিরছিল। পথে তার সাথী হলো খয়বার ঘটক। আসসালামু ওয়ালায়কুম মাষ্টার সাহেব।

-ওয়ালায় কুম আসসালাম। কেমন আছ খয়বার মিয়া।

-ভালো। আপনাদের পাঁচ জনের দোয়ায় আল্লাহ আমারে সহিসালামতে রেখেছে। আপনি কেমন আছেন?

-খারাপ না। ভালোই বলতে হবে।

-সকাল বেলা তেল কিনতে বেরিয়েছেন।

-ওকথা বোলো না। বাপ বেটির সংসার তো। সব অগোছালো। আমি যেমন হিসেব করে কিনতে পারিনে। মেয়েটাকেও তেমনি লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকেই তো সব কাজ করতে হয়। তাই-

-শুনেছি, আপনার মেয়ে খুবই সতীলক্ষ্মী স্বভাবের।

মাষ্টার সাহেব হাসে। নিরব হাসি। না না, ভুল শুনেছ খয়বার। একটা দস্যি মেয়ে। এত ছটফটে যে আমি সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন কোন অঘটন ঘটে।

-অঘটন ঘটে মানে!

-আরে বুঝলে না। সেদিন দুপুর বেলা দেখি পাড়ার আর দুই মেয়ের সাথে বিলে নেমেছে শাপলা তুলতে। বিলে এখন অথৈ পানি। দশহাত কাপড় মাজায় পেঁচিয়ে সাঁতার দেওয়া কতটা রিস্ক ভেবে দেখ একবার।

-তা ঠিক। খয়বার মিয়া মাথা দোলায়।

-আরেক বিকেল বেলা বাড়ি ফিরে দেখি ঘরদোর পড়ে আছে, মানুষ নেই। ঘরের দরোজা খোলা, উঠোনময় কাপড় চোপড় নাড়া। অথচ মেয়ের নাম নিশানা নেই। ভাবলাম বোধহয় পাড়ায় টাড়ায় গেছে। পরক্ষণই মনে হলো, তাই বা কি করে হয়। ঘরের দরোজা এমন হ্যাট করে খুলে রেখে পাড়ায় যাবে এমন বোকা মেয়ে তো আমার সুন্দরী নয়।

সমাপ্ত

অন্য মাত্রা

মোস্তফা আব্দুল্লাহ

বিদেশ থেকে ঢাকায় আসা এক আত্মীয়র সাথে বেড়াতে গিয়ে পরিচিত হলাম তারই এক কালের একজন সহকর্মীর সাথে। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা দুইজনই যার যার কর্মস্থলে এক সময় দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন – বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। নিজেদের কোন সন্তানাদি নাই - নিঃসন্তান দম্পতির একমাত্র দত্তক নেয়া বিবাহিত কন্যাটি স্বামী সংসার নিয়ে আমেরিকায় বসবাস করে। সেই পালিত কন্যাটিকে দেখার জন্য প্রতি বৎসরই নিদেন পক্ষে একবার করে হলেও তারা আমেরিকাতে যাতায়াত করেন। বেশ কিছু দিন আগের কথা, সেবার তিনি একাই গিয়েছিলেন। ফিরে আসার দিন যথারীতি এয়ারপোর্টে এসে কন্যার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় কেমন জানি বুকের কাছটায় একটু চিন চিন ব্যথার মত মনে হোল – চোখের দৃষ্টিটাও স্থির রাখতে পারছিলেন না। একটু জিরিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে ভেবে কাছেই একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উঠতে যেতেই কন্যাটি তার হাত ধরে একরকম জোর করেই বসিয়ে দিয়ে বলল যে ডাক্তার দেখার আগে কোন ভাবেই যেন সে এখান থেকে না উঠে।

”এতো এক উটকো ঝামেলায় পরা গেল„ ভাবলেন ভদ্রলোক ”কিছুক্ষণের মধ্যে যেতে না পারলে যে প্লেনই মিস হয়ে যাবে„।

মেয়েকে নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে একরকম জোর করেই উঠতে গেলে মেয়েটি দৃঢ় ভাবে বোলে দিলো যে সে যদি এখান থেকে এক পাও নরার চেষ্টা করে তবে সিকিউরিটিকে ডেকে জানিয়ে দেবে যে একজন চরম অসুস্থ ব্যক্তি প্লেনে উঠতে যাচ্ছে। অগত্যা তিনি আবার সোফায় গিয়ে বসলেন আর সাথে সাথেই সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জানা গেল যে মারাত্মক রকম ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রীড়া বন্ধ হয়ে প্রায় সমস্ত অঙ্গ সমূহই অকার্যকর হয়ে একেবারে কোমাতে চলে গেছেন তিনি। কয়েকদিনের জন্য লাইফ-সাপোর্টে রাখা হোল স্ত্রীর নিউইয়র্ক পৌছা অব্ধি। দিন দশেক পর জীবনের আর কোন আশা না দেখতে পেয়ে স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে লাইফ-সাপোর্ট খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল ডাক্তাররা। কিন্তু প্রচণ্ড রকম বাধ সাধল পালিত কন্যাটি। কিছুতেই সে লাইফ-সাপোর্ট খুলতে দেবে না। তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে তার বাবা সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে জেগে উঠবেন। তার পিরা পিরিতে হাসপাতাল আরও দুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হোল। দুদিন পর লাইফ-সাপোর্ট খুলতে গেলে ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি হৃদয়বিদারক কান্না শুরু করল – তার একটাই আকুতি, আর মাত্র একটি রাত্রি সময় দেয়ার জন্য। সেখানে উপস্থিত আমার সেই আত্মীয়র মুখে শোনা যে একমাত্র পাষাণহৃদয় ছাড়া কারো পক্ষে ওই কান্নাকে উপেক্ষা করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। অগত্যা ডাক্তার আর এক রাত্রির সময় দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে নিশ্চিত ভাবেই পরের দিন সকালে লাইফ-সাপোর্ট খুলে ফেলা হবে।

সাথে সাথেই মেয়েটি দরজার সামনেই সেজদায় বসে পড়ল। সেই বিকেল থেকে পরদিন ভোর অব্ধি সেই একই অবস্থায় পরে রইল। সকাল হতেই ডাক্তার তাকে পাশ কাটিয়ে ঘড়ে ঢুকে লাইফ-সাপোর্ট খুলে দিতেই ভদ্রলোক চোখ খুলে জানতে চাইলেন সেখানে তিনি কেমন করে আসলেন!

ঘটনটা যে একেবারেই অনন্য তেমন নিশ্চয়ই নয়। এধরনের আরও ঘটনার কথা অনেকেই শুনে থাকবেন হয়ত। আমার ধারনা আমার মত অনেকেই এটাকে একান্তই মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা বা এখতিয়ার বলে মেনে নেন। আবার কেও কেও মেনে নিয়েও মনে মনে নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখেন; আরও বহু সন্তানইতো তাদের মৃতপ্রায় পিতা মাতার জন্য এভাবেই প্রার্থনা করে, তাদের অনেকেরই সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না কেন? আর কিছু সংখ্যক মেয়েটির সেজদায় বসে প্রার্থনা ও ভদ্রলোকটির চোখ মেলে চাওয়াকে সম-স্থানিকতা বা কো-ইনসিডেন্স বলে উড়িয়ে দেন। আমি সে সব তর্কে না গিয়ে বিষয়টাকে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করার সাহস করছি।

শুরুতেই বলে নেই যে কোন এক সময় আমি পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। তবে কর্ম জীবনে পদার্থ বিদ্যার ধারে কাছেও যাই নাই। আজ সেই পদার্থ বিজ্ঞানেরই কোয়ান্টাম মডেল নিয়ে কথা বলার বাসনা পোষণ করছি। এটা অনেকটা ”পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে„এর মত। বলতে দ্বিধা নাই অনার্স ক্লাসে যখন কোয়ান্টাম মেকানিক্স পরেছি তখন তার এক বর্ণ ও বুঝি নাই – তাই বলে অবশ্য পরীক্ষার খাতায় পুরো নম্বর পেয়ে পাশ করতে বাধে নাই! আজ যে তা বুঝে ফেলেছি সেটা বললে পাগলের প্রলাপ হয়ে যাবে। তবুও আমার মত করে যেটুকু বুঝতে পেরেছি বলে মনে করছি, সে টুকুই আপনাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি।

এত দিন আমরা জেনে এসেছি যে আমাদের চার পাশের সব কিছুরই গঠনের মৌলিক ক্ষুদ্রতম উপাদান হল পরমাণু। যার কেন্দ্রে বিন্দুতে রয়েছে একটি মূল-বস্তু, যাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। পরমাণুর বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে ইলেকট্রন আর প্রোটন যা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুরে এবং এর সব গুলিই এক একটা জড় বস্তু। এটাই ছিল প্রচলিত জ্ঞান বা বিশ্বাস।

মৌলিক বস্তুর এই ধারনাকে আমূল বদলে দেয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যুক্তি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এটাকেই প্রমাণিত করে যে পরমাণুর কোন নির্দিষ্ট গঠন নাই এবং ইলেকট্রন বা প্রোটন, নিউক্লিয়াস এর চার পাশ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়মেও ঘুরছে না। একই পরমাণু সময় ও স্থান কাল ভেদে কখনো জড় অবস্থায় বা কখনো অদৃশ্য শক্তি বা এনার্জি রূপে অবস্থান করতে পারে। পরমাণুটি কখন কি অবস্থায় থাকবে তা নির্ভর করে যিনি পরমাণুটি পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপ করছেন সেই পর্যবেক্ষক এর প্রত্যাশার ওপর। অর্থাৎ পর্যবেক্ষক যদি মনে করেন যে একটি জড় বিন্দুর (ইলেকট্রন/প্রোটন) আবির্ভাব ঘটবে তখনই তার সামনে এসে একটি জড় বিন্দু উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বিশ্ব জগতের মৌলিক ক্ষুদ্রতম উপাদান পরমাণুর গঠন ও রূপ, স্থান ও কাল বোধে পর্যবেক্ষক এর প্রভাব নির্ভর। এর মানে এই যে ক্ষুদ্রতম মৌলিক বস্তু সর্বদাই সম্ভব্য সব রকম অবস্থাতেই বিরাজমান, যে যখন যেটাকে যে ভাবে দেখতে চায়, অনুশীলন ও অনুধাবন এর মাধ্যমে সে সেটাকে সেই ভাবে দেখতে পারে। যেহেতু এটা স্থান ও কাল নির্ভর নয় – তত্ত্বগত ভাবে এটা মেনে নেয়া যায়; যে কোন স্থান ও কাল এর পরমাণুকে যে পর্যবেক্ষক যে ভাবে দেখতে চান সে ভাবেই দেখতে পাবেন!

আমরা সবাই এবং আমাদের চার পাশের সব কিছুই ক্ষুদ্রতম পরমাণু দিয়ে গঠিত। তবে ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বেলায় যেটা সম্ভব সেটা ক্ষুদ্রতম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর পরিসরের জন্য অসম্ভব হবে কেন? কেও যদি মন প্রাণ দেহ উৎসর্গ করে নিবিড়তম পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমে তার কোমায় চলে যাওয়া পিতাকে সম্পূর্ণ সুস্থ রূপে দেখতে থাকে, বা চায়, বা প্রার্থনা করে – তাহলে পিতাটির শরীরের সমস্ত অসুস্থ পরমাণু গুলি সুস্ত পরমাণুতে পরিণত হয়ে তার কোমা থেকে জেগে ওঠাকে একেবারে অসম্ভব বলে মনে নাও হতে পারে।

তবে কথা থেকে যায় যে এ ভাবে সব সন্তানইতো তাদের মুমুর্ষ পিতা মাতাকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে দেখতে চায়, তাহলে সবার বেলায় সেটা ঘটে উঠে না কেন? আমি চেষ্টা করেছি ব্যাপারটাকে এ ভাবে দেখার জন্য: নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ঢাকা শহরে ট্রাফিক লাইটে গাড়ি দাঁড়ানো মাত্রই এক পাল ভিখারি এসে হাত পাতে। সবাইকে দেয়া সম্ভব হয় না তাই যাকে সব থেকে সাহায্য উপযোগী বলে মনে হয় তাকেই দিয়ে থাকি। এর পর চলুন আর একটু বড় পরিসরে: অফিসে পদোন্নতির বেলায় উর্ধ্বতন কর্ম কর্তাই ঠিক করেন কে সব থেকে উপযুক্ত। শুধু উপযুক্ততা নয়, তাকে আরও ভাবতে হয় কাকে মনোনীত করলে সমগ্র অফিস এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হবে। এর পর চলুন আরও একটু বড় পরিসরে: দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগের সময় দেশ-প্রধান অগ্র পশ্চাৎ, বর্তমান ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক, আর নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করে তার কাছে যেটা দেশের দশের মঙ্গলের বলে মনে হয় সেটাই তিনি করেন। সব ক্ষেত্রেই আগ্রহী প্রার্থীরা নিজেকে সব থেকে যোগ্য প্রমাণের জন্য অন্তহীন চেষ্টা করে – কিন্তু ফলাফল ঠিক করার পেছনে এদের কাওরই তেমন কোন হাত থাকে না – ফলাফল ঠিক করেন যে ভিখারিকে ভিক্ষা দেন বা নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তা। এবার হয়ত প্রশ্ন থাকবে তাহলে কি আমরা কোন কিছু অর্জনের জন্য চেষ্টা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকব? একবার ভেবে দেখুন ঐ ভিক্ষুক গুলি যদি তাই ভেবে ঘরে বসে থাকে তাহলে ওদের কি অবস্থা হবে। মোদ্দা কথা হল আমাদের চেষ্টা আমাদেরই চালিয়ে যেতে হবে – চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে আমাদের তেমন একটা মুখ্য ভূমিকা নাই।

এ বিষয়ে আমার প্রয়াত পিতার জীবনের একটি অধ্যায়ের কথা আবারো এখানে পুনরুল্লেখ করছি। আমার স্কুল জীবনের শেষ দিকে তিনি তার সীমিত সঞ্চয় ও ধার দেনার মাধ্যমে মিরপুরে একটি আধা পাকা বাড়ি করেছিলেন। বাড়িটি আমার মেট্রিক পরীক্ষা চলা কালীন সময়ে ঝরে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা মিরপুর থেকে সরে গিয়ে অন্যথায় বাস করতে থাকি। এ নিয়ে আমাদের মনকষ্টের অন্ত ছিল না। তিনি কিন্তু বরাবরই বলতেন যে এর মাঝে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল নিহিত আছে – কেন না মহান সৃষ্টিকর্তা বিনা কারণে কোন কিছু করেন না। এর প্রায় বছর আটেক পর ১৯৭১ শনে ২৫শে মার্চ রাতে মিরপুরের উর্দু ভাষী মুহাজিররা, যেখানে আমাদের বাড়িটি ছিল সেখান কার প্রায় সব বাঙ্গালীকে হত্যা করে। তখন বাবাকে বলতে শুনেছি যে সৃষ্টিকর্তা সম্ভবত ঠিক করে রেখেছিলেন যে আমাদের এই পরিবার টিকে বাঁচাবেন এবং সেই কারণেই হয়ত আমাদের বাড়িটা ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি কেন বেছে বেছে আমাদেরকেই বাঁচালেন আর অন্য দেরকে নয় সেটা বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কেন না আমরা কেবল আমাদের বিচার বিবেচনায় সামনে যা দৃশ্যমান ও যা অনুধাবন করতে পারি তার উপর ভিত্তি করেই বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু সর্বশক্তিমানকে সমগ্র বিশ্বব্রম্ভাণ্ড ও অনাদিকালকে বিবচনায় নিতে হয়।

অর্থার রবার্ট এশ জুনিয়ার ছিলেন প্রথম আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ টেনিস প্লেয়ার যিনি ১৯৬৮ সালে ইউ এস ওপেন ও ১৯৭৫ সালে উইমবেলডন জয় করে বিশ্ব সেরা টেনিস খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সজ্জন বলে পরিচিত ছিলেন। শেষ বয়সে এক দুরারোগ্য মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে খুবই মারাত্মক রকম যন্ত্রণায় ভুগেছিলেন। এক দিন তার এক ভক্ত তাকে সামনে পেয়ে আক্ষেপ করে বলল ”বিধাতার এ কেমন বিচার, এত মানুষ থাকতে বেছে বেছে তোমাকেই কেন খুঁজে বের করলেন এত কষ্ট দিতে?„
অর্থার এশ স্মিত হাস্যে জবাব দিয়েছিলেন; ”আমিও তাই ভাবি, বেছে বেছে আমাকেই কেন, অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ বালক বালিকা থাকতে - আমাকেই কেন বেছে নিলেন বিশ্বসেরা টেনিস খেলোয়াড়ের সম্মান দেয়ার জন্য?„

আজকের লেখাটা শেষ করব গ্রাম বাংলার প্রচলিত একটা পুরনো গল্প দিয়ে। গরিব দুঃখিনী মায়ের সন্তানটিকে প্রতিদিন গাড়ি ভারা দিয়ে স্কুলে পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই তাকে জঙ্গলের পথ ধরে একা একাই দুরের স্কুলে যেতে হত। মা বলে দিয়েছিল যে ভয় পেলে ভগবান কৃষ্ণকে ডাকিস সে তোর সংগ দেবে। ছেলেটি প্রতিদিন বনে ঢুকে কৃষ্ণকে ডাকতেই কৃষ্ণ এসে তাকে বনটা পার করে দিত। এর মাঝে শিক্ষকের জন্মদিন উপলক্ষে তাকে কিছু উপহার দেয়ার জন্য মার কাছে কিছু পয়সা চাইতে মা বললেন; আমার কাছে তো কিছু নাই বাবা, তুই তোর ভাই কৃষ্ণর কাছে কিছু চেয়ে নিস। কৃষ্ণকে বলতে কৃষ্ণ এক জগ দুধ দিয়ে বলল; এটাই তোর শিক্ষককে দিস। ছেলেটি খুবই খুশি মনে সেটা শিক্ষককে দিলে, অন্য সব উপহারের সামনে সেটাকে নিতান্তই নগণ্য বলে শিক্ষক পাচককে দিয়ে ভিতরে পাঁঠিয়ে দিল। পাচক যতবারই জগ থেকে দুধ ঢালে তত বারই আবার সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। এই বিস্ময়কর কথাটি শিক্ষকে জানালে তিনি জানতে চাইলেন জগটি সে কোথায় পেয়েছে। বনে কৃষ্ণের কথা বলতে সবাই হেসে উড়িয়ে দিল; বনে আবার কৃষ্ণ থাকে নাকি, যত সব আজগুবি কথা। তার পরও ছেলেটির পিরা পিরীতে সবাই মিলে বনে গেলে ছেলেটি চিৎকার করে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগল। অনেক ডাকা ডাকিতেও কৃষ্ণের কোন সারা না পেয়ে সব শেষ চেষ্টা হিসাবে খুবই মিনতি করে বলল ”ভাই কৃষ্ণ, একবার তুমি একটু দেখা দেও। আমার শিক্ষক তোমাকে একটু দেখতে চায়„।

সমগ্র বন প্রতিধ্বনিত হয়ে শোনা গেল ”তোমার শিক্ষক কেমন ভাবে আমাকে দেখতে পাবে, সে তো আমার অস্তিত্ব কেই বিশ্বাসই করে না„।

কিছুটা কোয়ান্টাম তত্ত্বের গন্ধ পাওয়া গেল না?

AUSTRALIA
24 NEWS
Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

তুমি অন্য কারুর সঙ্গে বাঁধো ঘর

রাণা চ্যাটার্জী

"আমাকে বিরক্ত করো না তো আর, সামনে বিয়ে যখন, হবু বউকে সময় দাও" কথাগুলো লিখে, হোয়াটসঅ্যাপে নাম্বারটা ব্লক করে দিল নেহা। পরশু ঠিক এইভাবে ফেসবুকে আনফ্রেন্ড করেছে। বারবার বুকে কষ্ট নিয়েও বলেছে "দেখো, এটা ঠিক করছ না, তোমার হবু বউয়ের আপত্তি না থাকতে পারে কিন্তু হ্যাঁ, আমার আছে"। অন্যদিকে কিশোর, "আরে কি আছে, এখন তো আমরা বন্ধু হয়ে থাকতে পারি না কি, বলে তার প্রাক্তন অগ্নিসাক্ষী করা বউকে বারংবার অনুনয়। এক নাগাড়ে কদিন বলেই চলেছে, "আমার হবু বউ জানে তুমি আমার কেবল বন্ধু" -কথাগুলো শুনে মাথা গরম হয়ে ওঠেছিল নেহার। কথা বলতে গিয়ে নিজেকে আটকায় আর কতই বা বলবে ওকে! খুব কষ্ট হয়, মনে পড়ে যখন, একরাশ স্বপ্ন নিয়ে, সিঁথি রাঙিয়ে কিশোরের হাত ধরেছিল সে। নতুন বউ হয়ে ও বাড়িতে প্রবেশের দিন, নিজের একটা অস্তিত্ব তৈরির স্বপ্ন যেমন দেখে আর পাঁচটা মেয়ে বিয়ের পর, কিন্তু কাঁচ ভাঙা আয়নায় সব ধূসর আজ।

সকালে এলার্মটা বাজতেই আর একবার চাদরটা মুখ অব্দি টেনে, ঢাকা দিয়ে পাশ ফিরে শুলো নেহা। পড়তে বসে ভাই বলে উঠলো, "আচ্ছা মা, গতবছর আজকের দিনেই না, দিদির বিয়ে হয়েছিল" কথাটা বলেই, বলা ঠিক হয়নি বুঝতে পেরে জোরে জোরে পড়তে শুরু করে দেয় আবার। হ্যা ভাই ঠিকই বলেছে, গতবছর ঠিক আজকের দিনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল নেহা আর কিশোর। বাবার খুব ইচ্ছা ছিলো, সব আত্মীয় স্বজনকে বলবে, একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা, তাতে মধ্যবিত্ত সংসারে হোক টানাটানি। নেহা কিন্তু মাকে বলেছিল, "মা দেখেশুনে সম্বন্ধ করছো তো? একটু খোঁজ নিও। আমার বিরাট ধনসম্পত্তি চাই না গো মা, কিন্তু চিনলাম না, জানলাম না, একদম বিয়ের পিঁড়িতে" ঠিক মন সায় দেয়নি নেহার।

বিয়ের আগে অবশ্য, দুবার দেখা করেছিল ওরা দুজনে। না কথা বার্তা, যেমন হয় আর কি, ঐ টুকটাক ছুঁড়ে ছুঁড়ে। বিয়ের দশ দিনের মধ্যেই নেহা বুঝে গিয়েছিল এ বাড়িতে, তার বরের ঠিকমতো ব্যক্তিত্বই গঠন হয়নি। দিনরাত শাশুড়ি মায়ের আঁচলে, মায়ের তত্ত্বাবধানে কাটায়। সে নাহয় ঠিক আছে, মেনেও নিয়েছিল বহুদিনের অভ্যাস বলে কথা, কিন্তু বাড়িতে নতুন বউ বিয়ে করে এনেছে, তার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা, সে আদৌ নতুন পরিবেশে কেমন আছে দুদণ্ড কি কথা বলারও অনুমতি নেই! দু,একবার যে কিশোর আসতে চেষ্টা করেনি তা নয় কিন্তু বাধ্য মায়ের ডাকে "হ্যাঁ মা, যাচ্ছি" বলেই উধাও। একটা মানুষের নিজের যে কোনো ভাষা থাকতে পারে কিন্তু এর কোন কিছুতেই কোন রা নেই, যা করছে বা করবে সব ওই দাপুটে ভদ্রমহিলা, শাশুড়ি মা।

বর রাতে দোকান বন্ধ করে ফিরে, খাওয়া দাওয়া শেষে মায়ের সাথে ঘন্টাখানেক হিসেব নিয়ে বসে। প্রতিদিন অপেক্ষা শেষে কখন যে শুতে আসে আর কোন সকালে উঠে স্নান সেরে আবার দোকানে দৌড়ানো! কিছুদিনের মধ্যেই নেহা বুঝে যায়, কিশোরের নিজস্ব কোন মত বা চাহিদা নেই। বিয়ে করতে হয়, সামাজিক অনুষ্ঠান না করলে নানা জনের নানা প্রশ্ন উঠবে তার জন্যই মায়ের বাধ্য সন্তান বৌ এনেছে বাড়িতে। এই ক,দিনেই শ্বশুর বাড়ির সব উদাসীন হাবভাবে সুখ, স্বপ্ন ডকে উঠে, মানসিকভাবে জর্জরিত করে তুলেছিল নেহাকে। সংসারে মেরুদণ্ডহীন বরের কলুর বলদের মতো অবস্থা; রাগে, ঘেন্নায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সে কি সংসার করবে, কিসের স্বামী স্ত্রী ওরা যে দুদণ্ড কথা বলারও ফুরসৎ জোটেনা!

অষ্টমঙ্গলায় যেতে হয় তাই জামাই, একবেলার জন্য গিয়ে, "তুমি বরং মায়ের কাছে বাপের বাড়িতে কটা দিন থাকো, দোকানে মাল ঢুকবে, চাপে আছি" কথাটা বলতেই আচ্ছা করে এক প্রস্থ ঝগড়া করেছিল নেহা। জামাই পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার পনের দিন হয়ে গেল, না কোনো ফোন এসেছে, না কিশোর এসেছে নতুন বউকে নিতে। ওই একবেলার শ্বশুরবাড়িতে কাটানো জামাইকে ফোনে কতবার যে, শ্বাশুড়ি মাকে ফিরিস্তি দিতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! কিশোর চলে যাবার পর, নেহা যতবার ফোন করেছে, "পরে বলছি, ব্যস্ত আছি দোকানে, খুব ভিড়" এই সব উত্তর এসেছে। পাল্টা ফোনও আসেনি, বাধ্য মায়ের সুবোধ সন্তানের। হঠাৎ একদিন শাশুড়ি, ননদ মিলে গদগদ হাসিতে, "কিশোর খুব ব্যস্ত কিনা, সব সামলাতে হয়" বলে নিতে এসেছিল নেহাকে।

ও বাড়িতে ফিরে নেহা দেখে সাত দিনের জন্য কিশোর, দোকানের মাল কিনতে বাইরে যাচ্ছে, তার প্রস্তুতি সাড়া। যাবার দিন দু,জনে মুখোমুখি হয়েছিল, কথা হয়নি। দরজার পাশে চুপটি করে নেহা দাঁড়িয়ে দেখছিলো শাশুড়ি মা ছেলের কপালে দই এর মঙ্গল ফোঁটা লাগাচ্ছেন। মাকে প্রনাম করে, গৃহ দেবতার প্রতি মাথা ছুঁইয়ে হেঁকে অবশ্য "সাবধানে থেকো" বলে রওনা দিলো কিশোর। মনের মধ্যেই "যাত্রা শুভ হোক, দুগ্গা দুগ্গা" শব্দটা এসে গিয়েছিল আর যাইহোক অগ্নিকে সাক্ষী করে বাঙালি পরিবারের বিয়ে বলে কথা। খুব অভিমান নিয়ে অবশ্য বিকেলে বাপের বাড়ি চলেছিল নেহা। বাড়িতে কতই আর মাকে এইসব মানসিক টানাপোড়েনের কথা বলবে, বাবার শরীরটাও বিগড়েছে, ভাইয়ের পড়া সম্পূর্ণ হতেও এখনো বছর পাঁচেক। বিয়ের প্রচুর ধার বাকি বাজারে, এই সব দেখে শুনে একদম মন মেজাজ ভালো থাকে না নেহার, হাসি খুশিতে থাকা মেয়েটা যেন কেমন একটা চিন্তাগ্রস্থতায় ডুব দিয়েছে!

প্রায় সাত দিন পার হলো, না নেহার কোনো ফোন আসে নি, কিশোর কেমন আছে জানতে ফোনে চেষ্টা করলেও রোমিং এর চক্করে হয়তো যায় নি, আর ও বাড়িতে রিং বেজেই গেছে! পাক্কা দশটা দিন পার করে ভাইকে নিয়ে সোজা দোকানে হাজির হয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ করে বসে অপমানিত হয়ে চলে আসে ওরা। খুব কষ্ট হয় নেহার, ভাইকে দেখে ওর চোখেও এক উৎকণ্ঠা! দোকানে এত খদ্দের, কর্মচারীর মাঝে জামাইবাবু আসছি আসছি বলেও এমন পাষাণ হৃদয়, যে দুঘন্টাতেও উঠে আসতে পারলো না, দিদির কাছে! এরপর স্বাভাবিক ঘটনা চক্রেই দুজনের মধ্যে মিউচুয়াল ডিভোর্সটা হয়ে যায়।

বিয়ের চক্করে পড়ে গ্র্যাজুয়েশনের ফাইনাল পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়নি নেহার। কষ্ট হলেও লোক লজ্জা গুঞ্জন থেকে বাঁচতে সে আবার বইয়ের তাকের ধুলো ঝেড়ে পড়তে বসে। পার্টটাইম হিসাবে একটি কোচিং সেন্টারের বাচ্চাদের পড়ানোর কাজও জুটিয়ে নেয়। এইভাবে সব যখন, একটু একটু করে সাবলীলতা আসছিলো, হঠাৎ কিনা একদিন ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে "কিশোর ব্যানার্জি"! এতো সাত পাঁচ না ভেবে, আবেগে অনুরোধ গ্রহণ করার পর প্রচুর ম্যাসেজ আসতেও শুরু করে! "আমরা তো শুধু বন্ধু হতেই পারি, বাড়িতে বিয়ের জন্য খুব চাপ দিচ্ছে মা, কি যে করি এইসব"। নেহা বুঝিয়ে বলেছিলো "তোমার জীবন, তুমি কি করবে সিদ্ধান্ত নাও, আমার আবার কি মত থাকবে!" কিন্তু একদিন হবু বউয়ের ছবি পাঠিয়ে, "কেমন হবে জানিও তো" বলতেই নেহা পরিষ্কার বলে দেয়, "নিজের সংসার করতে যাচ্ছ করো, আমার কোনো পরামর্শ নেই, তবে কোনো মেয়ের স্বপ্ন যেন আর না ভাঙে, আমিও চাই না, আমার সাথে যোগাযোগ রেখে কোনো মেয়ের সংসার ভাঙুক।" এর প্রত্যুত্তরে কিশোর যখন বলে, "আরে তুমি তো আমার খুব ভালো বন্ধু, বউ তো আর নও, সন্দেহ করবেই বা কেন, তুমি কৈ সংসার ভাঙছো" এতেই নেহা আবার প্রমাণ পায়, সত্যিই মানসিকভাবে কিশোর অপরিণত। কি করা উচিত আর কোনটা উচিত নয় এ বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞানটাও হয়নি।

প্রথম প্রথম নেহার খুব কষ্ট হতো, এখন একা নিজের মধ্যে থেকে থেকে সে সব কাটিয়ে আসতে পেরেছে অনেকটা। কিন্তু নতুন করে কিশোরের একের পর এক ম্যাসেজ, "প্লিজ চুপ থেকো না, আমায় ভুল বুঝো না, হ্যাঁ আমি দোষী, আমায় ক্ষমা করো আবার, আরে কথা বললেই তো আমরা স্বামী স্ত্রী হয়ে যাচ্ছি না" এসবের কি উত্তর দেবে নেহা, তাই ব্লক করে সরে আসাটাই উচিত বলে সিদ্ধান্ত নেয়। আজ চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অবিশ্রান্ত ধারায় জল গড়িয়ে আসছে নেহার ঠিক যেমন রান্না ঘর থেকে কুকারের ঘন ঘন সিটি বাজছে এখন ভেতরের চাপা বাষ্প বেরিয়ে আসার মুহূর্ত। ঝেড়ে মেরে উঠে বসলো নেহা, রেডি হওয়ার অফিস বেরুতে হবে, পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে একটা গান, "তুমি, অন্য কারুর সঙ্গে বাঁধো ঘর"!

সুপ্রভাত সিডনি কমিউনিটির একমাত্র পত্রিকা
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
আমাদের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যা সংরক্ষিত হয় অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগারের সংরক্ষণাগারে
অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক সিরিয়াল নম্বর সম্বলিত একমাত্র বাংলাদেশী পত্রিকা
আমাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিনের পাঠকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি
অস্ট্রেলিয়ায় আমরাই কপি ও পেস্ট বিহীন একমাত্র বাংলা পত্রিকা
অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী পত্রিকার ভিতর আমাদের ফেস বুকের ফলোয়ার সবচেয়ে বেশি
আমরাই একমাত্র অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছেপে আসছি শুরু থেকে
আরো অনেক কারণে সুপ্রভাত সিডনি পাঠকের প্রথম পছন্দ।
আমাদের সাথে থেকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ
VISIT US: WWW.SUPROVATSYDNEY.COM.AU
E-MAIL: SUPROVAT.CEO@GMAIL.COM, MOB: 0423 031 546

UTS Insearch
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY
The future begins here
Your way into Australia's no.1 ranked young university, UTS*
*Times Higher Education Young University Rankings, 2016-2019.
Aspire Advantage
$12,000 scholarship
now available
Find out more at
insearch.edu.au
UTS Insearch CRICOS provider code: 00859D I UTS CRICOS provider code: 00099F
Insearch Limited (UTS Insearch) is a controlled entity of the University of Technology Sydney (UTS), and a registered private higher education provider of pathways to UTS.

আমি কেউ নই

চন্দন আনোয়ার

আমার নেশা আর শফিকের ব্যবসা ভালই চলছে। আড়তদারের মন ভাঁজিয়ে লাখ লাখ টাকা পুঁজি পাচ্ছে শফিক। সে ব্যবসা করছে চার হাতে। আর আমিও বসে নেই। ঢাকায় যাবার নেশা পেয়ে বসেছে। আড়তদারের ময়ূরপঙ্খি খাটে হেলান দিয়ে বিচিত্র বিষয় নিয়ে তর্ক করার নেশা আফিমের নেশার মতো আমাকে ধরেছে।

শফিক লেখাপড়ায় ব-কলম, তবে বুদ্ধিতে একালের বিএ এমএ ওর কাছে নস্যি। ও ঠিকই ধরে ফেলেছে, আমার ঢাকায় যাবার নেশা ধরেছে। কিন্তু ওকে ধরেছে লাখে লাখে টাকার মাল কেনার নেশা। এত তুচ্ছ বিষয়ে ভাববার সময় নেই। রাতে বিছানা ভরে ফেলে টাকায়। নেশায় টগবগিয়ে ওঠে শরীরের সমস্ত রক্ত। টাকা আর আমি, ত্রিভুজের নিচের দুই কোণ, উপরের কোণ শফিক। টাকা, আমি আর বিছানা জড়িয়ে পেঁচিয়ে ৯০ ডিগ্রি এঙ্গেল হলে ব-কলম শফিকের চিলের মতো থাবা তখন আরো ১০ ডিগ্রি কমিয়ে ৮০ ডিগ্রিতে জমিয়ে আনে। শকুনের মাংস ছিঁড়ে নেবার মতো যখন আমার পেটের নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত টানাঁছেড়া চলে তখন জলেভাসা পদ্মের মতো আমার চোখ দু-টি ভাসে টাকার উপরে। আমি তখন টাকার সমুদ্রে একবার ডুবি, একবার ভাসি। একবার জেগে উঠি, হাত-পা ছুঁড়ি, একবার নির্বিকার নিস্তেজ।

আমার শরীরজুড়ে এখন শুধু টাকার খসখস শব্দ। মাকে একদিন বললাম-তোমাকেও কিছু দিবো, মা।

মা বলে-ছি মা! ছি! তওবা র্ক। এ কথা বলিস না। জামাইয়ের টাকায় হাত দিস না।

আমি তখন আনন্দে লাফাই। বজ্জাত টাকা আমাকে কিনতে পারলেও আমার মা-বাবাকে কিনতে পারেনি। ঠিক তিন মাস তিন দিন পরের কথা। শেষ চৈত্রের দুপুরের একদিন মা মোবাইল করে, কাঁদো কাঁদো কণ্ঠ তার, নাকি কাঁদছে কে জানে, ভারী নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। বলে□তোর বাপের মাথা বিগড়ে গেছে!

চিরকাল মা-র মাথা বিগড়ে আছে। বাবা ঠাণ্ডা ছিল। এখন উল্টে গেল! আমি বললাম, কেন? কি হল?

মা-র কণ্ঠ থেকে ওঁ ওঁ শব্দ বের হল। পিঠে যেন কেউ চাবুক মারছে। চাবুকের আঘাত খেতে খেতেই বলছে-তোর বাপে তিন কাঠা বাড়ির জমি...। বলেই কেশে কণ্ঠের শ্লেষা পরিষ্কার করে নিল। পুরুষ কণ্ঠের থ্যাতলানো শব্দ শোনা গেল। বেঁধে মারা নেড়ি কুত্তার মতো কেঁউ কেঁউ আওয়াজ শোনা গেল। শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে বমি করার মতো করে আর একটি অসমাপ্ত বাক্য টেনে ছিঁড়ে বের করতে পারে মা-জানিস তো, ভাড়া বাড়িতে আর...।

আমি অট্টহাসিতে মোবাইলের পর্দা ফাটিয়ে ফেলতে চাইলাম-মা তুমি টাকা চাচ্ছো? এই তো? টাকা তুমি চাইবে-ই সে তো আমি জানি। তবে এ নাটুকেপনা কবে শিখলে? এখন কাঁদছো। কাল পরশু কঠিন অনুরোধ করবে। তোমার কাছে আমার দুধের ঋণ, আর আমার কাছে তুমি ঋণী হবে টাকার। এখন মেয়েকে সমীহ করবে। ধামকি-ধুমকি-শর্ত পুতুলের মতো তুমি শুনে যাবে। মেনে যাবে। অভাবের টাটানি শুরু হলে তুমি তো তুমি মা, দেশের সরকার পর্যন্ত হাত পাতে।

মাকে যে কথাগুলো এক নিশ্বাসে বললাম সবই আড়তদারের শেখানো বুলি। একটাও আমার কথা না। আড়তদার এত খবর রাখে। বলে কি না আমাদের দেশের বাজেট নাকি আমাদের টাকায় হয় না। কারা কারা নাকি টাকা দেয়। আমি বললাম, সে টাকা শোধ দিতে হবে না? সে তখন একগাল হাসি দিয়ে বলে, তুমি দেখছি আচ্ছা পাগল! কেউ কি এমনিতেই কিছু দেয় নাকি? এই পৃথিবীর মানুষ এতটা স্বার্থহীন ছিল নাকি কোন কালে? সুদে-আসলে শোধ করতে হয়।

আমি সেদিন বুঝতে পারিনি এবং এখনো যে পারছি তাও তো বলতে পারব না-আমাদের গ্রামের সুদখোর মহাজনদের তুলনায় ওদের পার্থক্য কোথায়? মানুষটার আরো একটি কথায় আমি মাথামুণ্ডুছাই কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। সে বলে, সরকার নাকি আমাদের মাথা দেখিয়ে বিদেশ থেকে টাকা আনে। আমরা প্রত্যেকেই নাকি ঋণী। আমি বললাম, আমিও? সে দমফাটা হাসি দিয়ে এমন করে বুঝিয়ে দিল, আমি তো আমি, জহুরা বেওয়া অর্থাৎ আমার শাশুড়িও নাকি এই ঋণের ঋণী।

আমি বললাম, কই, আমি তো সম্মতি দেইনি ঋণ নিতে?

আড়তদার আবারো একই স্কেলে হেসে উঠে, তুমি কে?

আমার মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। আমি কেউ না? আমি কেউ না!

আমার রক্ত মাথায় উঠে গেল। আমার নাম ভাঙিয়ে বিদেশ থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা ঋণ আনবে। সেই টাকা নিজেরা ভাগবাটোয়ারা নিবে। দামি গাড়ি-বাড়ি কিনবে। বিদেশে ঘুরবে। দামি হোটেলে থাকবে আর দামি খাবার, মদ-নারী নিয়া মৌজ করবে, আর আমি নিজে জানবোও না! আবার আমি কেউ না! রাগে-আক্রোশে আমার গা কাঁপছে। মানুষটা গুলতাপ্পি মারছে না তো?

আমি শিরদাঁড়া সোজা করে বলি, আমি কিছুতেই এই ঋণ মানি না। আমি এক পায়সাও দিবো না।

আমাকে পাঁচ সেকেন্ডও শিরদাঁড়া সোজা করে থাকতে দিল না লোকটা। পাল্টা আক্রমণ করে বসে। সেই একই হাসি তার সিগারেট পোড়া কালচিটে ঠোঁট জুড়ে। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলে-তুমি তো তুমি। এই মুহূর্তে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হল, নাড়ি ছেঁড়া হয়নি, ঠিক মতো চিৎকারটিও দেবার সময় পায়নি, সেও ঋণী। যে মানুষটি এই মুহূর্তে শেষ নিশ্বাস ফেলেছে, আর ফিরে আসবে না কোনদিন, সেও একগাদা ঋণ নিয়েই গেল।

আমার তখন চিল্লাতে ইচ্ছে করছিল। আপনি কি বলেন এসব? আজ সকালে জন্ম নেওয়া জরিনা খাতুনের শিশুটিও ঋণী! আমি ফিক করে হেসে দিলাম। দেশটাকে স্বাধীন করে শেষে এই পেলাম? একটা শিশুর জন্ম হয় ঋণের মুচলেকা দিয়ে। মরতে হবে ঋণের দায় নিয়ে। এই একটা বিষয়ে আমি আড়তদারের মুখে মুখে তর্ক করলাম। তারপরেই তর্কের নেশা পেয়ে বসে আমাকে।

আড়তদার মনে হয় যাদু জানে। তর্কের নামে সাপ খেলার মতো খেলিয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে। গণ্ডগ্রামের বউমানুষের মাথায় এসব কী ঢুকাচ্ছে? বলে কি না, দুনিয়াজুড়ে যুদ্ধ চলছে। তোমার ঐ ছোট্ট ঘরে, ঐ ছোট্ট গ্রামে বসে থেকে করবে কী? গণ্ডমূর্খ পুরুষ মানুষটাকে নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিলে জীবনে আর দেখলে কী? দুনিয়াটাকে দেখতে হবে না?

আমি বললাম, কে দেখাবে? আমার এত বড় চশমা নাই। লোকটি সোনালি ফ্রেমের চশমাটি চোখ থেকে নামিয়ে খালি চোখে আমাকে দেখে নিয়ে ফের চোখে নিল। পকেট থেকে সবুজ রঙের রুমাল বের করে মুখ মুছল। ইজি চেয়ারটিতে একবার দোল দিয়ে ঠিক আমার কোল বরাবর চোখ রেখে যা বলে তা বোঝার বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই।

তার মতে, আমরা নাকি যুদ্ধের মধ্যেই আছি! কি সাংঘাতিক কথা-আমাদের বাড়ির থুড়থুড়ে বৃদ্ধা জহুরা বেওয়া অর্থাৎ আমার শাশুড়ি, সেও নাকি এই যুদ্ধেই আছে? তা সে কিসের যুদ্ধ? যুদ্ধের জন্য ঢাল-তলোয়ার কই? অস্ত্র-গোলাবারুদ কামান কোথায়? সৈন্য-সামন্ত তো কিছুই চোখে দেখি না। যুদ্ধটা কিসের? কার বিরুদ্ধে? কে কার শত্রু?

আমাদের স্কুলের মিয়ারুদ্দি মাস্টারের মতো সবজান্তার হাসি দিয়ে মানুষটা বলে, হিটলার, মুসোলিনির নাম শুনেছো?

আমি ঘাড় বাঁকিয়ে অসম্মতি জানালাম, না, শুনিনি।

বুশ-সাদ্দামের নাম শুনেছো?

অ আ ক খ শিখাতে লাগলেন কেন?

উসামা বিন লাদেনের নাম শুনেছো?

ও ব্যাটা কি আমার বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষের কেউ হয়, নাকি স্বামীকুলের কেউ হয়, যে নাম আমার জানতেই হবে। প্যাঁচাল ছেড়ে সোজা লাইনে আসেন।

বুশ-সাদ্দাম যুদ্ধ করে, তেলের দাম বাড়ে এই দেশে, কথা ঠিক?

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম, ঠিক।

টুইন টাওয়ার কোথায় আর কোথায় বা বাংলাদেশ-এই জন্যে আমাদের দেশের পুঁজিবাজারে লালবাতি জ্বলে। সর্বস্বান্ত মানুষরা বুকে থাপ্পড় মেরে গলায় ফাঁস নেয়। গার্মেন্টেসে শ্রমিক ছাটাই হয়। কেন?

আমি তখন সম্মতি জানিয়ে বলেছিলাম, এই কথাটি সত্য বলেছেন। সে বছর আমাদের গ্রামের বিশ-বাইশজন মেয়েমানুষ বাড়ি ফিরে সে কি কান্না! ওদের গার্মেন্টস নাকি বন্ধ করে দিয়েছে মালিক। কোথায় নাকি কোন মুসলমান বদমায়েশ বুশের দেশের বিল্ডিং ভেঙে ছাতু বানিয়ে ফেলেছে, হাজারে হাজারে মানুষ মারা পড়েছে, এই কারণে।

তাহলে এবার বলো, দুনিয়াটার একটা শিকড় আছে। সেখানে কোপ পড়লে গাছের মতো সারা দুনিয়া নড়ে ওঠে।

এরকম বিচিত্র তর্কের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি আড়তদারের কাছে থাকলে। আর যখন না থাকি, শফিকের কাছে থাকি, এক সাথে শুই, তখনও এই নেশার মধ্যেই থাকি। নেশা আমি ছাড়ি না, নেশাও আমাকে ছাড়ে না। এই নেশার ঘোরেই একদিন সাপের পেট থেকে বাচ্চা বেরোনোর মতো মুখ বাঁকাত্যাড়া হয়ে বেরিয়ে আসে মনের কথা-আমি আর তোমার এখানে থাকব না, শফিক। দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ চলছে এখানে থেকে করব কী?

শফিক কেমন বড় বড় চোখ করে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। মেয়েমানুষটা বলে কি রে!

কেন আছি তোমার কাছে? কেন থাকব? আর কেনই বা থাকতেই হবে? এই ধরনের আপেক্ষিক প্রশ্নগুলো মগজে ঢুকিয়ে কম লড়াই করিনি ভিতরে বাইরে। নিজের সাথে নিজে। পাশের বাড়ির লাইলি বুবু, মনোয়ারা ভাবি, খাদিজা খালা সবাই তো দিব্যি আছে। তারা কি খোঁজ খবর নিতে গেছে নাকি নেওয়ার কোন দরকার আছে, কিসের যুদ্ধ চলছে। কেন চলছে যুদ্ধ? কে বা কারা পুঁজিরযুদ্ধ নাকি তেলের যুদ্ধ করে মরছে-তাতে তাদেরই বা কি? কিন্তু যেদিন থেকে আড়তদার বলেছে, তারাও যুদ্ধের মধ্যেই আছে, সেদিন থেকে কেন স্থির থাকতে পারছি না। তবে কি এইচএসসি পর্যন্ত পড়াটাই আমার জন্যে কাল হয়ে গেল? শফিককে মরা মাছের মতো হা করে তাকাতে দেখে মায়া হচ্ছিল। বললাম-পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বুশের আগ্রাসন নীতি, তেলের যুদ্ধ, পানিরযুদ্ধ, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এসব বুঝো কি? বুঝো যে না সে তো আমি নিজেই জানি। সুতরাং বাছাধন তুমি মেনে নাও, আমি ঢাকায় থাকব। মনে মনে বললাম, মানুষটা যে শক্তি দিয়ে টানছে, নিজেকে রক্ষা করার সেই শক্তি পাবো কোথায়? লোকে বলে, খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে। আমার যা খুঁটি দেখছি, ভেড়া কেন ইঁদুর নাচলেই উপড়ে যাবে।

মেনে নিয়েছে শফিক। বড় চোখ ছোট হয়ে পাখির চোখের মতো হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে বসে আছে। মাথার ভারে কুঁজো হয়ে আছে। মাথা নিচু হতে হতে ও কি উটপাখি হয়ে যাবে নাকি!

সমস্যা অন্যত্র। বউ থাকতো না রে! বউ চম্পট দিল রে! এই কোন কথা গো- বলেই আমার শাশুড়ি অর্থাৎ শফিকের মা জহুরা বেওয়া এমন জোরে চিল্লাতে শুরু করে দিল, আর হায় হায় করে কপাল চাপড়াতে শুরু করে যে, হয় ঘরে আগুন লেগেছে না হয় ছেলে মরেছে। গ্রাম ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে লোকেরা ছুটে আসে। আমি তাজ্জব বনে গেলাম। শফিক তো উঠোনে কাপড় শুকানোর বাঁশে ঠেস দিয়ে বামপায়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঘ-বন্দির ঘর আঁকছে উদাসভাবে।

ইতিমধ্যে জহুরা বেওয়া অক্ষম শরীর নিয়ে দৌড়ে ছেলের কাছে আসতে গিয়ে ছাগলের পেচ্ছাবে পা পিছলে উল্টি খেয়ে পড়ে দাঁত খিলাল লেগে যায় যায় অবস্থা। আমি তুলতে গেলাম না। সেও নাকি যুদ্ধের মধ্যে আছে। তাই তাকেই উঠতে হবে। কোন দয়া চলবে না। শফিক কি পাথর হয়ে গেল! মা বলতে সে দেওয়ানা। অথচ সেই মা হাত-পা ছেড়ে ইন্নালিল্লাহ পড়ার জো হচ্ছে তবু ধরতে এগোচ্ছে না। নাকি আমার কথা শুনে সেও বুঝতে পেরেছে যে, সে যুদ্ধের মধ্যে আছে।

(২৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

(২৬ পৃষ্ঠার পর)

লোকের হুল্লোরের চোটে জহুরা বেওয়া খুব বেশিক্ষণ দাঁত খিলাল লাগিয়ে থাকতে পারে না। আঘাত খাওয়া সাপের মতো মাথা সামান্য চেতিয়ে লোকের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দ্বিতীয়বারের মতো বিলাপ জুড়ে-হের লাইগা কইছিলাম। হে রে বাপ আমার! লেহাপড়া জানা জানস্তর ঘরের বউ আনিছ নারে ঘরে। বউ তোরে ফালাই থুইয়া চম্পট দিবো। হেই তো দিলো। হায় হায় রে! ছেলের কি অইবো রে! বাপমরা এতিম ছেলে আমার।
জহুরা বেওয়ার এই বিলাপের হেতুটা কি? জলজ্যান্ত বউ ঘরে বসে আছে। বউ চম্পট দিলো কই? এই সব বলাবলি করছে আগতরা। পাশের বাড়ির ছোকড়া বয়সী ছেলে আজিজ তো এক ধাতানি দিয়ে গেল-ধ্যাৎ! ফাউল বুড়ি। আর কুনোদিন এমন নাটক করলি তো তোর টুটি টিইপা ধরুম। জনমের মতো নাটক করা শিখাইয়া দিয়াম নে।
বুড়িটার নাটক শেষ হয় না। রাগে গা রি রি করে ওঠে। ঘরের জানালার ধারে বসে দেখছি আর ভাবছি, বুড়ি বড় নিখুঁত অভিনেত্রী। পুরুষেরা চলে গেল। কিন্তু মেয়েমানুষগুলো আঁটার মতো লেগে আছে। এদিকে শয়তান বুড়ির যেন মাথায় বিগাড় উঠেছে-বউ চম্পট দিলো রে! বউ চম্পট দিলো রে! বলে মরাকান্না আর থামছে না।
লাইলি বুবু বহু চেষ্টা-তদবির করে যাচ্ছে বুড়ির মুখে শুনতে, কেন সে এমন করে বিলাপ করছে? ছেলের বউ তো ঘরে। ঢাকা গেছিল, ফিরেছে সকালে। ঢাকা সে আজ নতুন যায় নাকি? সপ্তাহে সপ্তাহে না গেলে পেটের ভাত হজম হয় না। এ তো পুরানা কথা। তাতে এ হেন বিলাপ কেন বুড়ির?
জহুরা বেওয়ার এই সব কাণ্ডকীর্তি দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। বিছানায় উপুড় হয়ে খুক খুক করে হাসলাম একচোট। তারপর উঠে গেলাম। কত শান্তভাবে বললাম, আমি ঢাকায় থাকব, আর কত ভয়ানক গর্জন হয়ে বেজে উঠল বুড়ির বুকে। তার ছেলের বুক তো কচুকাটার মতো কাটবে বলেছে আড়তদার। কেননা তার মধ্যে নাকি গরীবয়ানা ভাব আছে। কোটি টাকা দিতে রাজি সে, শফিক নাকি পাঁচ লাখ টাকা নিয়েই কুপোকাত। পুরুষ মানুষ টাকা নিতে ভয় পায়! কী করবে এত টাকা দিয়ে, কাজে তো লাগাতে পারবে না। ওকে দোষে কি লাভ। সরকারের ঘরে কত বিদেশি টাকা নাকি মুখথুবড়ে পড়ে থেকে শেষে ফেরত চলে যায়। খরচ করার নাকি হিম্মত নেই। আড়তদার বলেছে, তৃতীয় বিশ্বের গরীব কাঙালরাই এ সব ন্যাকামি করে। প্রেম-ভালোবাসা, শখের পীরিতি, বিয়ের মতো ফালতু বে-দামি চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকে। বড় কোন চিন্তা ওদের মাথায় ঢোকে না। না হলে একজন বুড়ি চিৎকার দিল আর গ্রাম লুট হয়ে ছাওবুড়ো মিছিল করে চলে এলো! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনা লাভে খরচা করে গেল। সময়ের কি কোন দাম নেই? বিদেশে যারা বড়লোক, যাদের অঢেল টাকা, তারাও নাকি সেকেন্ড মিনিট হিসেব করে খরচ করে, বিনিময়ে কত আয় হল সেই অঙ্ক কষে।
সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কণ্ঠে কৃত্রিম রাগ মাখিয়ে বললাম- আপনাদের কি কোন কাজ

নাই? এখানে বসে রইলেন যে। কি হইছে তার?
বউমা! তুমি এ কি কও? আমরা মাইয়া মানুষ, আমাদের কিয়ের কাম? কাম তো করে মিনসেরা। ক্ষেত-খামারে।
প্রয়োজনে ক্ষেত-খামারের কাজ-ই করবেন। লাঙল-গরু-কাস্তে নিয়ে মাঠে যাবেন। জমিতে লাঙল দিবেন। ধান বুনবেন, ধান কাটবেন, বিল থেকে মাথায় করে ধান বাড়ি আনবেন। দুনিয়ার সবখানেই মেয়েমানুষরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে। আপনারা-ই খালি পারেন না। বারো হাত শাড়ি পরে সারাজীবনের জন্য দাসি হয়ে যান। গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা দিয়ে দেশের জনসংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজটাই আপনারা করেন? পারেন শুধু এর-ওর দোষ খুঁজতে। দেশের ১৬ কোটি মানুষের ৮কোটি আপনারা। সেই দেশ চলে কি করে? বেশ কর্কশ কণ্ঠে চোখ পাকিয়ে কথাগুলো বললাম।
তওবা! তওবা!! বউমা তুমি শহরের শিক্ষিত মাইয়া বইলা যা মুহে আইয়ে তাই কইবা! খেপে ওঠে পাশের বাড়ির মনোয়ারা ভাবি।
এবার শান্ত হবার চেষ্টা করি, বেশ মোলায়েম করে বলি, ভিয়েতনাম, জাপান, চীন, মার্কিনে গিয়া দেখেন, আপনাদের মতো মেয়েমানুষরাই ক্ষেত-খামোরে কাজ করে। টিভিতে দেখেন না-কাগজের মতো ধবধবে ফর্সা, নাক-মুখ চ্যাপটা মেয়েমানুষ প্যান্ট-গেঞ্জি পরে চড়া রোদের মধ্যে পুরুষের সাথে মাঠে কাজ করে। সেই দেশের গম-চাল-টাকা দিয়েই তো এই দেশ চলে।
তুমার শাশুড়ি এই গীত ধরছে কেরে হেই কথা আগে কও। পরে শুনুম নে ভিন্দেশি মাইয়ামানুষের কিচ্ছা।-লাইলি বুবু বরাবরই আমার দিকটা দেখে, কিন্তু কেন জানি আজকে আমার শাশুড়ির পক্ষ নিয়ে কথা বলছে।
আমি ঢাকা থাকব। তাই সে এমন নাটক করছে।
আমি বেশ শান্তভাবে নিচু কণ্ঠে বললাম।
সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বউ এসব কি বলে? ঢাকা থাকবে মানে! তবে বুড়ি তো ঠিক বিলাপ-ই পাড়ছে। বউয়ের ছোঁ গো তো ভালা ঠেকছে না! লাইলি বুবু ভুরু কুঁচকে বলে, ঢাকা থাকবা কেরে?
যুদ্ধ দেখবো।
কীয়ের যুদ্ধ?
আপনেরা বুঝবেন না।
থাকবা কই? কার লগে থাকবা?
আড়তদারের বাসায় থাকব। তার কাছেই থাকব।
তওবা! তওবা!! আস্তাগফিরুল্লাহ!!! ওরা সকলে কোরাস কণ্ঠে বলে ওঠে। ঘরের বউ তুমি পরের ঘরে গিয়া থাকবা! এ কোন অনাসৃষ্টির কথা বলে রে!
তার কাছে পুঁজি আছে। সে পুঁজিপতি। আড়তদারের শেখানো কথা মুখ ফসকে বের হয়ে গেল।
পুঁজ! পুঁজ!! ওয়াক ওয়াক করে উঠল পরিজার মা! নাড়িভুঁড়ি বাইর হয়ে আসবে নাকি? আমার ভিতরে হাসি ইঁদুরের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হাসছি না। দেখি এই সব মানুষেরা কি ভেল্কি দেখায়। আড়তদার বলেছে, পুঁজি নাকি কৃষ্ণের বাঁশির মতো ওদের ডাকছে। এই ডাকে সাড়া না দিয়ে বাঁচা নাই। আমার জহুরা বেওয়া থেকে শুরু করে বারাক ওবামা পর্যন্ত এই পুঁজির দাস। নাকি ক্রীতদাস। ধুর ছাই, মনে করতে পারছি না কি বলেছে। সে যাই হোক, কই, এরা তো শুনেনি পুঁজির কথা। তার বাপ, তার বাপের বাপ চৌদ্দ পুরুষের কেউ তো নামও জানে না। তারপরেও এরা পুঁজির দাস না ক্রীতদাস কীভাবে হবে? এই সব আজগুবি চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে কি সর্বনাশটাই করল আমার!
এদের মধ্যে লাইলি বুবু বাংলা লিখতে-পড়তে পারে। মাথায় চিকন বুদ্ধির খেলও ভালই পারে। চট করে ধরে নিল কথাটা। এ কোন জন্তু জানোয়ার পালে গো তোমার আড়তদার?
হি হি করে হেসে উঠল সবাই।
নিজেকে কন্ট্রোলে রাখা কঠিন হচ্ছে। আমার রক্ত গরম হয়ে গেল। আচ্ছা শেয়ানা তো মুর্খ মেয়েমানুষগুলা। আমার নীরবতাকে উপহাস করে কোরাস কণ্ঠে হেসে উঠে সবাই-শফিকের বউ তুমি আমরার লগে সিনেমা করো, অ্যা! সিনেমা?
এদের নেতা লাইলি বুবু খপ করে হাত ধরে বলে-বোন আমারে এইডা দেহাতে নিয়া যাবি! চিড়াখানায় থাহে না? বাঘের মতো হিংস্র বুঝি? মানুষ খায়? দাঁত-নখ কেমন গো? কোদালের ফালার মতো? নাকি চাকুর মতো চকচক্কা? কথাগুলো বলেই রহস্যভরা হাসি দিয়ে সকলের অভিব্যক্তি পরখ করে।
মুখ ফসকে এক কথা বলে একী ভয়ানক বেকায়দায় পড়েছি। সব বজ্জাত মেয়েমানুষ একজোটে হয়ে লেগেছে। ভিতরে ভিতরে এত বুদ্ধি ওরা কবে জোগাড় করল!
আড়তদার যাইতে কইছে! কইলেই তুমি যাইবা? স্বামী-শাশুড়ির চোখের সামনে দিয়াই যাইবা নাকি? মানুষটা তোমারে যাদু-টোনা করছে নাকি? মনোয়ারা ভাবি টানা নিশ্বাসে বলেই অন্যদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে।
ঘুঘু ফাঁদে ভাল করেই পড়েছে। কোন পাপে মুখ ফসকে বেরুতে গেল কথাটা।
বৌমা, আড়তদার যদি...? পরীজার মা পান খাওয়া ফোকলা দাঁত বের করে হাসতে গিয়ে কী মনে করে থেমে গেল।
এরপর ক্রোধ প্রকাশ করা অর্থই আরো আক্রমণের শিকার হয়ে ঘায়েল হতে হতে মাটির সাথে মিশে যাওয়া। আর কিছু বলার নেই আমার। শুধু বললাম, আমি কে?
ও মা! সে কি কথা? তুমি আমাদের শফিকের বউ। লাইলি বুবু চমকে ওঠে। সকলেই চোখ চাওয়াচাওয়ি করে সবিস্ময়ে।
আমি কেউ না। নিজেকে ডিফেন্স করার আর কোন ভাষা শেখায়নি আড়তদার।

‘ফিরে দেখা’

এস এম কামাল হোসেন

ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

ঘড়ির কাটা সকাল ৯টা ছুঁই ছুঁই করছে। বাসায় বসে অফিস করছি। গিন্নী অফিসে, মেয়েরা স্কুলে। বাইরে ঝকঝকে মিষ্টি রোদ। আকাশটা একদম স্বচ্ছ নীল। প্রকৃতি এখানে একদম শান্ত। সাথে মানুষগুলোও। কারো কোন সাড়া শব্দ নেই। এমনকি একটি গাড়ি যাওয়ার শব্দও নেই। যারা অফিসে যায়, তারা আরো আগেই বেরিয়ে গেছে। শুধু দু,একটি পাখির কিচির মিচির শব্দ ভেসে আসে। বড় সাজানো গুছানো এই নগর জীবন। মাঝে মধ্যে মনে হয় বড্ড একঘেয়ে।
আমার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে গ্রামে। অনেক বিচিত্র আর রোমানচকর ছিল সেই ছেলেবেলা। স্কুল বন্ধ থাকলে সারাদিন বিলে গরু চড়াতাম। আর বন্ধুদের নিয়ে চুব্বু খেলা, গোল্লাছুট, মটরসুটি কুড়ায়ে নাড়ার আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া, কৃষকদের পান্থাভাতে ভাগ বসানো, সবই করেছি পরম আনন্দে। দুপুর গড়িয়ে কর্দমাক্ত দেহে যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন মা বলতেন, ”তোর একি অবস্থা! আর কয়দিন পরে তো গায়ে ঘাস জন্মাবে। আর গরু গুতায়ে গুতায়ে খাবে„। আজ মা নেই, গায়ে কাদামাটিও নেই। আমি এখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়িতে থাকি। এসি গাড়িতে চড়ি। কিন্তু মায়ের সেই আদরমাখা বকুনি বড় মিস করি।

বর্ষার উন্মাদনার সাথে আমাদের দুরন্তপনাও বেড়ে যেত। বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে হাডুডু খেলার মজাই ছিল আলাদা। খেলাশেষে খালের পানিতে লাফিয়ে পড়া, ডুব দেওয়ার প্রতিযোগিতা ছিল নিত্য। একটু দূরে খালের উপর যে কাঁচা পায়খানা ছিল, তা কেউ ভ্রুক্ষেপ করি নি। একসময় চোখগুলো লাল হয়ে যেত। কাপড়ে ভাপ দিয়ে চোখের উপর ধরতাম, যাতে লালচে ভাব কেটে যায়। নইলে মার খাওয়া ছিল অবধারিত। রাতে তীব্র যন্ত্রনায় মাকে ঘুম থেকে জাগাতাম। কান টাটাচ্ছে। নিশ্চয়ই অনেক পানি ঢুকেছে। মা রসুন আর সরিসার তেল গরম করে কানে কয়েক ফোটা দিয়ে দিতেন। ব্যথা কমে যেত। আবার ঘুমিয়ে যেতাম। এখন আমরা সন্তানের কানে ব্যথা হলেই ডাক্তারের কাছে দৌড়াই। এন্টিবায়োটিকের কোর্স কমপ্লিট না করলে কানের ইনফেকশন দূর হয় না।

কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে শীত আসত। সন্ধ্যার পরেই গ্রামের পথ ঘাট ফাঁকা হয়ে যেত। আমরা তখন ব্যস্ত স্কুলে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মানে। এরপর ফুলের জোগাড় করার জন্য হানা দিতাম নমপাড়ায়। চেয়ে চিন্তে কখনোই ফুল মিলতো না। কারন ওদেরও যে পুজার সময়। তাই চুরিই একমাত্র অবলম্বন। তবে ফুল চুরি করেই ক্ষান্ত হতাম না। সাথে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শীমসহ নানাবিধ সবজি। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও যে করতে হবে! সবাই ঘটনা জানত, বুঝত। কিন্তু কেউ কখনো অভিযোগ করে নি।
আমিও ছেলেবেলায় গাড়ি, বাড়ি, টিভি, দামী ফার্নিচার, আয়েশী শহুরে জীবনের স্বপ্ন দেখেছি। আজ পেয়ে গেছি সবই, কিন্তু হারিয়েছি আরো অনেক বেশি। সেই জন্যই মাঝে মধ্যে বুকের মধ্যে মোচড় দেয়। ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাই মাটির টানে। কিন্তু সেও যে বদলে গেছে, আমারই মতন।

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts in Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

THE LAW SOCIETY OF NSW SPECIALIST ACCREDITATION

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000
Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

জোনাকি জহর

আহমদ রাজু

তুলির বিয়ের দিনটা হঠাৎ করে ঠিক হয়ে যাবে এমনটি তৃষার ভাবেনি কখনও। যদি ভাবতো তাহলে অনেক আগেই তার মনের সুপ্ত কথটি প্রকাশ করতো। তুলি কখনও তুষারকে ফেরাতো না। সেও সবার অগোচরে এমন একটি কল্পনার পাহাড় মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিল যা তুষার জানে। আজ বিয়ের কার্ড আর তুলির হাতের চিরকুটটি পেয়ে দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়ে ও। কার্ডটি পেয়ে প্রথমে ভেবেছিল যাবে না বিয়েতে। এমন কঠিন কষ্টের মুখোমুখি সে দাঁড়াতে পারবে না কখনও। অথচ কার্ডের ভেতরে লুকিয়ে থাকা চিরকুটটা সে সব পরিকল্পনাকে ম্লান করে দেয়। তুলির স্পষ্ট কথা- ”তুষার ভাই, আমি জানি আপনি খুবই ব্যস্ত। তারপরও বিয়ের দু'দিন আগে যদি না আসেন তাবে আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসবো না, এ আমার ওয়াদা।„ কী সর্বনেসে কথারে বাবা! আমি না গেলে সে কেন বিয়ে করবে না? তবে কী সে আমাকে সত্যিই ভালবাসে? যদি বাসেই তবে বিয়ে ঠিক হবার আগেই জানাতে পারতো?

পত্র মিতালির এক বোনের মাধ্যমে পরিচয় তুলির সাথে। তুষার বাবা-মা হারা এতিম একথা তুলি সেই বোনের মাধ্যমে জেনে কৌতুহল বসতঃ চিঠি লেখে তুষারের কাছে। সে এক বছর আগের কথা। তার কিছুদিন পরে বোনের আমন্ত্রণে তুষার যায় রাজশাহী। সেখানেই তুলির সাথে পরিচয়। পরিচয় থেকে দু'জনের ভাললাগা। অথচ কেউ কাউকে কথাটি বলেনি। শুধু বিদায় বেলায় তুলি তুষারের চোখে চোখ রেখে বলেছিল- ”আবার কবে আসবেন? সপ্তাহে অন্তত একটি চিঠি চাই।„ তারপরে চিঠি আদান-প্রদান। চিঠির ভাষায় দু'জনের ভাললাগা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। তবুও সরাসরি লেখে না ভালবাসি তোমাকে।

আগামীকাল তুলির গায়ে হলুদ। তুষার এক বুক কষ্টের পাহাড় নিয়ে তুলিদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বাড়ীর সবাই তুষারের উপস্থিতিতে অত্যন্ত খুশি। অনেক বেদনার মাঝেও তুষারের উপস্থিতি তুলির চোখ খুশিতে ছল ছল করে ওঠে। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে তুষারের দিকে। ”কেমন আছেন আপনি? আসতে খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চই।„

”না না; তা কেন? ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?„

”আপনি এসেছেন দেখে সব কষ্ট ম্লান হয়ে গেল।„ হাসতে চেষ্টা করে তুলি।

বাড়ীতে এত আত্মীয়-স্বজনের মাঝেও তুলি তুষারের পাশে থাকে সব সময়। একদিন পরে তুলির বিয়ে। অথচ এই সময় এক ভিনদেশী যুবকের খোঁজ খবর নেওয়া, তার পাশে পাশে থাকা, হাসি ঠাট্টা করাকে অনেকেই ভাল চোখে দেখে না। তারপরও কেউ কিছু বলে না। সবাই জানে তুষার তুলির স্রেফ বন্ধু। আর কিছু নয়।

ভুলি কী চায়? ও যা ভাবছে তাতো হবার নয়। ক'দিন আগে হলেও বিষয়টা নিয়ে ভাবা যেত। আজ আর তা কোনক্রমে সম্ভব নয়। বিয়ের এই আনন্দঘন বাড়ীর নির্জন ফুলের বাগানে বসে তুষার বার বার কথাগুলি ভাবতে থাকে। মাঝে মাঝে তুলি আসে তুষারের কাছে। চোখে চোখ রাখে। সে জানান দিয়ে যায়- ”আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে মন দিতে পারবো না। যা হচ্ছে তা স্রেফ নাটক। ওরা আমার মনের বিরুদ্ধে বিয়ে দিচ্ছে। তুমি কেমন পুরুষ বলোতো, একটা দুঃখী মেয়ের মনের কথা বোঝনা।„

আজ তুলির গায়ে হলুদ। সবাই আনন্দ আর উল্লাসে গায়ে হলুদ শেষ করে। তুলিকে হলুদ শাড়ি দিয়ে উল্কা সাজে সাজিয়েছে বান্ধবীরা। তুলি পুতুলের মত বসে থাকে। কোন কথা বলে না। মনটা ওর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় সবার অগোচরে। যা ওর বান্ধবীরা বুঝতেও পারেনা।

তখনও সূর্যটা পশ্চিম দিকে সম্পূর্ণ হেলে যায়নি। এমন সময় তুলি আবারও আসে তুষারের কাছে। ”তুষার ভাই খুব কষ্ট হচ্ছে?„

”না; কষ্ট? কষ্ট হবে কেন?„

”আপনি কী আমাকে কিছু বলতে চান?„ আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন আপনার মনের কথা।„

”আমার আর কী বলার আছে। তবে আপনি স্বামী-সংসার নিয়ে সুখী হন এ আমার একান্ত কামনা।„ তুষার লুকায় মনের সমস্ত কথা। কী করে বলবে সে কথা? এলাকাটি খুবই দুর্ধর্ষ। দিনে দুপুরে এরা মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না। তাছাড়া এখন আর সে কথা বলে কী লাভ? তার চেয়ে মনের কথা মনেই থাক।

”আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। রাতে দরজা খোলা রাখবেন। আমি রাত ঠিক দুটোয় আপনার ঘরে আসবো।„

”কী বলছেন আপনি? না না আপনি....„ তুষারের কথা শেষ না হতেই তুলি বলল-

”কোন কথা নয়। দরজা খোলা রাখবেন এ আমার শেষ কথা।„ তুষারের মুখের কথা শেষ না করতেই কথাগুলি বলে চলে যায় তুলি।

কোলাহলপূর্ণ বাড়ীতে ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সারাদিনের অক্রান্ত পরিশ্রম আর আনন্দের অবসান ঘটিয়ে যে যার স্থানে ঘুমাতে যায়। তুষার নিজেও ঘুমাতে চেষ্টা করে। প্রথমে দরজার খিল এটে দিয়েছিল; পরে অবশ্য তুলির কথা চিন্তা করে খুলে রাখে। তুষার জানে, তুলি কী বলতে চায়। সব কথা তার জানা। জেনেই বা কী হবে? সেতো তুলির কোন কথা রাখতে পারবে না।

ঘড়ির কাঁটা দু'টোর ঘর ছুঁই ছুঁই। তুলি পা টিপে টিপে অত্যন্ত সাবধানে আসে তুষারের ঘরে। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘরে ডিম লাইটটা টিপ টিপ করে জ্বলছে। সে আলোয় শুধু চেনা মানুষকেই চেনা যায়। তুষারের ঘুম হয় না। শুয়ে শুয়ে এত সময় কল্পনায় মগ্ন ছিল। তুলি আসতেই উঠে বসে। বিছানা থেকে নিচে নামে। তুলি অনাকাঙ্খিতভাবে এগিয়ে এসে তুষারকে জড়িয়ে ধরে। ”আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।„ কেঁদে ওঠে তুলি।

”কী করছো তুলি? ছাড়ো। কেউ দেখে ফেলবে।„

”কেউ দেখবে না। তুমি শুধু বলো, তুমি আমাকে ভালবাস?„

”তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। আগামীকাল তোমার বিয়ে। সব আত্মীয়-স্বজন তোমাদের বাড়ীতে। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত। এখন আমাদের এমন পাগলামী করা উচিৎ নয়, যার পরিণাম হবে ভয়াবহ।„

”আমি পরিণামের ভয় করি না। যদি করতাম তবে এই গভীর রাতে তোমার ঘরে কখনও আসতাম না। শুধু জানি আমি তোমাকে ছাড়া পৃথিবীর কাউকে চাই না, কিছু চাই না। তুমি শুধু বলো- আমাকে ভালবাস কী না?„

”হ্যা ভালবাসি তুলি।„ তুষার আঁকড়ে ধরে তুলিকে। তার দু'জনে মুহূর্তেই হারিয়ে যায় একান্ত মহাবিশ্বে। দু'জন দু'জনকে যেন চিনেছে যুগ যুগ। যেখানে নেই কোন জড়তা, কোন ভয়-সংকোচ। তুলি একটি বারও ভাবেনা- সকাল হলেই তার বিয়ে অন্য এক পুরুষের সাথে। এ বিয়ে ঠেকানোর সাধ্য করো নেই। অথচ বিয়ের আগের রাতেই গোপন প্রেমিককে নারীত্বের সবকিছু দিয়ে দিল!

”এই তুলি ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?„ তুলি তুষারের বুকের ওপর মাথা রেখে হারিয়ে গিয়েছিল স্বপ্নের রাজ্যে।

”বলো।„ ঘুম জড়িত কণ্ঠে বলে তুলি।

”সকাল হয়ে গেল বলে।„ তুলিকে মৃদু ধাক্কা দেয় তুষার। উঠে বসে তুলি। বলে- ”আমরা আজই, এই রাতেই পালিয়ে যাবো। তুমি রেডি হয়ে নাও। আমি রেডি হয়ে আসছি।„

”কিন্তু...„

”কোন কিন্তু নয়। আমি কোন কিন্তু ফিন্তুর ধার ধারি না। শুধু তোমাকে চাই, তোমাকে চাই।„ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তুলি।

একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয় তুষারের। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না ও। আর অল্প কিছুক্ষণ পরে তুলি এসে পড়বে। তখনই পালিয়ে যেতে হবে দু'জনকে। যদি এ বাড়ীর কেউ জানতে পারে তবে আমাদের দু'জনকে নির্ঘাৎ খুন করবে। তাছাড়া তুলির বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন। এই মুহূর্তে তুলিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া শুধু অন্যায়ই হবে না, অমার্জনীয় অপরাধও বটে। অনেক ভেবে চিন্তে তুলি আসার আগেই ঘর থেকে বের হয় তুষার। চারিদিকে এক নজর তাকায়। না কেউ নেই। তুষার এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় আঁধারের মাঝে। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে শুধু পাশের বাঁশ ঝাড়ে একটি হুতুম পেঁচা বার কয়েক ডেকে ওঠে, যা তুলি স্পষ্ট শুনতে পায়।

Are you looking for a Math Tutor?

I specialize in year 7-10 maths & I achieved a 90 for maths in my HSC. I am currently studying to become a high school math teacher

Please contact Makhdum 0469 062 941 (Lakemba)

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
  ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants

P: 02 8041 7359 E: info@kineticpartners.com.au
www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯

■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

EMPOWERED EDUCATION
Rosemont St Punchbowl 2196
ADMISSION OPEN
FOR K-12
ALL SUBJECTS TUTORED BY BAND 6 STUDENTS
• All subjects under one roof
• Each tutor has over 2+ years experience
• Individual attention (support tutors)
• Homework help
• Subject selection and Career advice
• Access to a wide variety of resources
• NAPLAN and HSC preparation
0469062941
empowerededucationpunchbowl@gmail.com

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172
স্থান পরিবর্তন
Relocated
Bashit: 0404 365 172
BATTERIES
BRAKES
CLUTCHES
FULL ENGINE SERVICES
PINK SLIPS
RADIATORS
TYRES
ROTATE & BALANCE TYRES
WHEEL ALIGNMENT
Contact: 0404 365 172
442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)
Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Need Tax Return?
Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...
TAX
TIME
AHEAD
QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE
FREE TAX RETURN ASSESSMENT
Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management Bookkeeping & Many more
CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND
bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING
OUR PARTNERS
Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW
Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW
Find us on Facebook
Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000
www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি

সত্যের সাথে সব সময়

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, October 2019, Volume-10, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au